

১৮ বর্ষ ।

ভাদ্র ।

৫ম সংখ্যা ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(বর্ষ, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা ।)



শ্রীযুক্ত হারি যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল
কর্তৃক সম্পাদিত ।

যশোহর ।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শকাব্দঃ ১৮৩৩ ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—দশমত ডাকমাওল ২১ মাত্র । এই সংখ্যার নগদ মূল্যঃ ১০

সূচী ।

বিষয়.	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। জ্যোতিষ	১৬১	১। মূল-বংশ	১৬৩
২। জ্যোতিষনিষেধ	১৬২	২। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বন্দ্ব	১৬২
৩। জ্যোতিষ-মূল ভাষ্য	১৬৩	৩। নীতি সারি।	১৬৩
৪। অসমর্থ-বিবাহ কি শাস্তিবিধি?	১৬৪	৪। সংবাদ	১৬৬
৫। গান্ধীর পবিত্রতা ও উপকারিতা	১৬৮	৫। সংকীর্ণ-সংবাদোচ্চল	১৬৮

বর্তমান সংখ্যার লেখকগণের নাম ।

স্বাধীনতা : ডক্টর গা. শ্রীকেশবস্বামী ভারতী, শ্রীমদ্রামনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দবিদ্যুৎ
সামাজিক, ইউরান থ বন্দোপাধ্যায় কাব্যভীষণ, তাম্রানন্দক, শ্রীবরদাকান্ত দেব, শ্রীবিদ্যুৎ
সাহিত্য, সম্পাদক প্রভৃতি ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক প্রণীত
আমিত্বের প্রকাশ

ইয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রাহক মহাশয়গণ লইতে সক্ষম
হউন। মূল্য ৫০ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র ।

হিন্দু পত্রিকা অফিস নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় ।

মূল্য, ডাঃ মাঃ	মূল্য, ডাঃ মাঃ
কামিত্বের প্রকাশ ১ম খণ্ড ৫০ ০/০	Expansion of Self, ১০ ০/০
ঐ ২য় খণ্ড ৫০ ০/০	চিত্তা-নির্ভরিতা ৫০ ০/০
সংবাদ-সূত্র ৫০ ০/০	হিন্দু পত্রিকা পুরাতন সংখ্যাগুলি প্রত্যেক
পাণ্ডিত্য-সূত্র ১০ ০/০	বৎসরের একত্রে বাৎসরিক আছে, পূর্ণমূল্যে
সাতসপ্তক (Seven Gospels) ১০ ০/০	পাওয়া যায় ।
তিনসপ্তক (Three Gospels) ১০ ০/০	

অপর সুযোগ !

যাঁহারা বেদের সার ও প্রাণিত চান, তাঁহারা "ঋগ্বেদোপনিষৎ" পাঠ করুন। ঋগ্বেদ-
সারনাট্যে বেদ-সংগ্ৰহের প্রথম অংশ হইতে
ঋগ্বেদ-আখ্যায়িকার প্রথম অধ্যায়ের
পর্যন্ত পরিচালিত, তাহাও এই "ঋগ্বেদোপ-
নিষৎ" মূল্য-সংগ্রহের প্রথম অধ্যায়।
এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন না, তাহা

যে প্রকৃতির জন্ম আগামী ৭শতাব্দীর পূর্ণ
পূর্ণ এই অমূল্য এই বেদ-আখ্যায়িক
সংগ্রহের প্রথম অধ্যায়। তাহা ১০ আনা
মাত্র। বেদ-হিন্দু-সংগ্রহ : হিন্দু-সংগ্রহ
কোনও হিন্দু-সংগ্রহ, এই-সংগ্রহ-সংগ্রহ
পরিচালিত করিবেন না।

প্রাণিত—

ম্যান্ডার হিন্দু-পত্রিকা, বঙ্গোড় ।

শ্রীহরিঃ ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন গতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড,
৫ম সংখ্যা ।

ভাদ্র ।

১৩১৮ সাল,
১৮৩৩ শকাব্দাঃ ।

দ্রোণাশ্রম ।

পুরাণে যে সকল সিদ্ধাশ্রমের নাম ও মহিমা কীৰ্ত্তিত আছে, কালে তাহার অধিকাংশের লোপ হইয়া গিয়াছে। পুণ্যভূমি অযোধ্যার সরযুকূলে, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের যে আশ্রম “নৈমিষারণ্য” নামে বিখ্যাত ছিল, আজি তাহা হিংস্র-স্বাপদকূলে পূর্ণ ধোরারণ্য! পুণ্য-ভোয়া-গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গ-কূলে প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগের ভরদ্বাজাশ্রম, এক সময়ে মহিমাম্বিত ছিল, পরে সঙ্গমস্থান তাহাকে বহুদূর ফেলিয়া উড়াড় করিয়া রাখিয়াছিল; এখন বৃটিশ-পতাকা অধীনে আসিয়া তাহা ‘কর্ণেলগঞ্জের গোশালা’র পরিণত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যদেশের এই দুইটি পুরাতন আশ্রম ব্যতীত অস্ত্রান্ত আশ্রমের নাম পর্য্যন্ত আর কোথাও জানিতে পাওয়া যায় না!

ভারতপুত্র্য পুরাতন ঋষিদিগের অধিকাংশ

আশ্রম হিমালয়-প্রদেশে, তন্মধ্যে কেদারবগে বদরিকাশ্রম—বাসিন্দেবের আশ্রম—সুদূর উত্তর-হিমাচলে, গঙ্গাবমুনীর মধ্যস্থল শিবালয়ে দ্রোণাশ্রম, জালন্ধরপীঠে ত্রিগর্ত দেশে সিদ্ধাশ্রম, এবং কাশ্মীর-প্রদেশে ভৃগুমুনির আশ্রম প্রধান ও পবিত্র! ইহার মধ্যে বদরিকাশ্রম তীর্থস্থানে পরিণত হওয়ায় তাহার চিহ্ন অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শিখণ্ডক রাম রায়ের আশ্রম-স্থান দেহরাদুনে উপত্যাকাভূমিতে ইংরাজ-দিগের স্বাস্থ্য-নিবাস সংস্থাপিত হওয়ায় সিবি-লিয়ান মিঃ জি, আর, সি, উইলিয়াম (Mr. G. R. C. Willeams B. A. Bengal Civil service.) গবর্ণমেন্টের আদেশে, “Historical and Statistical Meaoir of Dehra Doon” ‘দেহরাদুন পুস্তক’ নামে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দেহরাদুনকেই প্রাচীন “দ্রোণাশ্রম” বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই আশ্রমের কোন চিহ্ন কোথাও দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধাশ্রমের রমণীয় শোভা অব্যাপি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তাহা এখন জনশূন্য ধোরারণ্যে পরিণত। কাশ্মীর-প্রদেশে অনুরূপ

নামক তীর্থের পথে, দণ্ডকারণ্য নামে একটা ঘোরদর্শন অরণ্য মধ্যে ভৃগুমুনির আশ্রম; সেই আশ্রম এখন জনশূন্য অরণ্যে পরিণত। সেই আশ্রমস্থিত উৎসের দ্বারা অতি শীতল ও তৃপ্তিকর। সেখানকার প্রকৃতির শোভা দেখিলে চিত্ত সহজে সমাধিস্থ হইয়া থাকিলে এবং ভগবান্ রামচন্দ্র ও মনসী ভৃগুর মাছাখ্যে মনের ভাব সহজে অনুভব করা যায়। স্মৃতি এবং হৃগমতা নিবন্ধন, অমরনাথ দর্শনার্থী ব্যাক্তী ব্যতীত, ৩ বৎসরে একবার ব্যতীত, এখানে আর কেহই গমনাগমন করে না। পরা-ন্তন আশ্রম সকলের এই সকল ভ্রবন্তা দেখিলে প্রমোদিত হইয়া বড়ই ক্রোধের উদয় হয়।

মনোমহেশ তীর্থ দর্শন করিয়া গতাগত হইয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলে, দেহরাহনের বহুগণ আমাদিগকে জ্যোতিষ দর্শনে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস—বর্তমান দেহরাহনই পুরাতন জ্যোতিষ। অমণকারীগণ সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগের ভ্রমণ সূতান্ত বাধা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কোষ হইবে, তাঁহারা কেহই কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরাতন উদ্ধার করিতে যত্ন পান নাই; কিন্তু বর্তমান দেহরাহন যে জ্যোতিষ, তাহা পাঠকের মনে বহুমূল করিয়া দিতে যত্ন পাইয়াছেন। তাহার পর পাঠকেরা সেই কথার নির্ভর দিয়াছেন। আমরা তাহার তথ্য নির্ণয় করিতে যত্ন পাইয়া—হতাশাস হইয়া পড়িলাম। তাহার পর পুরাণশাস্ত্র মনন করিতে গিয়া, তাহা হইতে কি উদ্ধৃত হইল, পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে।

মহাতারত—সম্ভবপর জিহ্মদখিক শতভ্রম
অধায়ে—

প্রশ্ন। ধর্মকোষপারগ জ্যোতিষার্থ্য কি

প্রকারে ক্রমগত করিলেন, কি প্রকারে অস্ত্র-বিদ্যার সূনিপুণ হইলেন, কি নিমিত্ত কুরু-দিগের নিকট আগমন করিলেন? * * * * *

উত্তর। ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্ত পৃথিবীর মানদণ্ডরূপ ‘হিমালয়’ নামে পর্যন্ত আছে, তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়তম মর্জি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন, তিনি বক্ষ-দীক্ষিত হইয়া একদা মহাবিগণ সমভিযাঙ্করে গঙ্গার প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অস্ত্রোপগুণ্য বৃতাটী মান করিয়া তীরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার পাত্রবসন উড়তী হইল। মর্জি সেই সুরূপা নবমৌবন-মদদীপ্তা অস্ত্রাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে ক্ষুজিত-কলসের হইলেন। মর্জির কল্পমাধুর-হৃৎসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ এক জ্যোণ (অর্থাৎ কলসের) মধ্যে রাখিলেন। কিয়দিন পরে সেই বীণ্য এক গুজরূপে পরিণত হইল। মর্জি ভরদ্বাজ, জ্যোণমধ্যে স্নাত বলিয়া, ঐ গুজের নাম ‘জ্যোণ’ রাখিলেন।

জ্যোণ ক্রমে ২ সমস্ত বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্বে প্রতাপ-শালী অস্ত্রবিশেষ অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসমুত ‘অগ্নিবৈশ’ নামক তপোধনকে এক অস্ত্র দিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ তপোধন সেই আগ্নের অস্ত্র গুরুপুত্র জ্যোণকে প্রদান করিলেন।

পৃথক নামা নরপতি মর্জি ভরদ্বাজের পরম-সখা ছিলেন। তাঁহার ‘ক্রপদ’ নামে এক সন্তান স্নাত। ক্রপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া জ্যোণের সন্নিহিত একত্র

ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দিনান্তর
বৃশভি পৃথক পরলোক প্রাপ্ত হইলে, মহাবাহু
ক্রপদ সমুদায় উত্তর-পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া
রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তরঙ্গান্বিত
কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।
মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে থাকিয়া
তপস্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ২
সমস্ত বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেন। তপো-
হুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া
গেল। কিয়দিন পরে দ্রোণ মহাশয়, পিতৃ-
নিয়োগাশ্রমের পুত্রলাভাকালীয় শরদ্রানের কস্তা
কুপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী
দমণ্ডণযুক্তা অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্মপরায়ণা
ছিলেন। ইহার গর্ভে দ্রোণাচার্যের অখণ্ডা
নামে পুত্র জন্মে। * * *

এক সময় * * মহাত্মা পরশুরাম ব্রাহ্মণ-
দিগকে সর্বত্র প্রদান করিতে কৃতসংকল্প
হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত হইয়া রামের
নিকট হইতে ধর্মকর্ষেদ, দিব্যাস্ত্র সমুদায় ও
নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক
হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রতচারী তপোনিষ্ঠ
শিষ্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া মহোজ্ঞ পরকর্তে গমন
পূর্বক দেখিলেন, যে, * * জমদগ্নিকুমার
এককালে সংসার-মুখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্ত্বতা
বাসে অবস্থিতি পূর্বক কাশ্যবাপন করিতেছেন।
তখন তরঙ্গান্বিত শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে
তাঁহার সমীপে গমন পূর্বক তাঁহার পাদবন্দন
করিলেন এবং আশ্বপরিচয় দিয়া কহিলেন,
হে মহাত্মন! আমি ধন্যকাল্যায় আপনার
নিকট আসিয়াছি। তদন্তরে ভগবান্ পরশুরাম
তাঁহাকে সাধনসম্ভাবণ ও বাগতন্ত্র জিজ্ঞাসা
করিয়া কহিলেন, হে ঋকোত্তম! তোমাকে

কি ধন প্রদান করিতে হইবে? দ্রোণ কহি-
লেন ভগবন্! আমাকে বিবিধ অনন্তধন
প্রদান করুন! রাম কহিলেন * * আমার
যাবতীয় হিরণ্য ও অস্ত্রাস্ত্র, ধন ছিল, সমস্তই
ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, * * এফণে
কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহাই অস্ত্রশস্ত্র
মাত্র আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়
শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব। তখন
দ্রোণ কহিলেন, হে বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন!
যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রয়াগ-সংহার-
সমবেত আপনার অস্ত্র সমুদায় আমাকে প্রদান
করুন। পরশুরাম 'তথাস্ত' বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত
অস্ত্র শস্ত্র ও রহস্ত্র সমবেত ধর্মকর্ষেদ প্রদান করি-
লেন। * দ্রোণ এই রূপে * অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ
করিয়া প্রীতমনে শ্রিয়সখা ক্রপদ সমীপে
গমন করিলেন।

তদন্তর মহাপ্রতাপশালী দ্রোণ, মহারাজ
ক্রপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন
“রাজন! আমি তোমার সখা।” ঐশ্বর্য্য-
মদমত্ত ক্রপদ রাজা দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ
করিয়া তাহাতে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন
করিলেন না; ত্রুত রোষকষায়িত লোচনে
ক্রকুষ্ণ প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন,
ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে ‘সখা’
বলিয়া নিতান্ত নিকৌণ্ডের কার্য্য করি-
তেছ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত তবাবস্থা
শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত
অসম্ভব; বাস্তাবস্থায় তোমার সহিত আমার
সখ্য ছিল বখার্ব বটে, কিন্তু এফণে তোমার
সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোন ক্রমেই উচিত
নহে। কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে
না। হয় সর্বসংহর্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন,

নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তুমি সেই পুণ্ডরীক সৌহার্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর। হে দ্বিজোত্তম! পূর্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল, তাহা কেবল অর্থ-নিবন্ধন মাত্র। যেমন পণ্ডিতের দক্ষিত মূর্খের ও শূরের সহিত স্ত্রীলের বন্ধুতা কদাচ হইবার নয়, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; অতএব তুমি কিজন্ত পুণ্ডরীক বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ? হে ব্রাহ্মণ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ, তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্য সংস্থাপন করা কর্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকর্ষের সহিত নিরুপেষ্টের বা নিরুপেষ্টের সহিত উৎকর্ষের নৈমিত্তিক বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অসঙ্গত। হে বিধা! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের বন্ধনই সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত অস্ত্র পূর্বক ত্রায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?

মহাত্মজ্ঞাঃ দ্রোণ, ক্রপদের এই কটুক্তি শ্রবণে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া জ্যোত্বে কম্পিত-কলেবর হইলেন এবং সেইক্ষণেই ক্রপদরাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরিতাব জাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনা-নগরে আগমন পূর্বক নিজ শ্রীলোক কুপাচার্যের আবাসে প্রোক্ষণরূপে বাস করিতে লাগিলেন। **

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমন-পূর্বক মিলিত হইয়া দৌহ-গুলিকা দ্বারা কীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কুপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কুপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার

নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। তখন তাহার প্রাতিশ্রয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পরের মুণাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ ক্রম ও শ্রামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমস্তব্যাধারে অরিহোজ রহিয়াছে। গুলিকোদ্ধরণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উৎসাহ চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে বালক-বৃন্দ! তোমাদিগকে যিক, তোমাদের ক্ষত্র-বলে যিক এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও যিক, যেহেতু তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্ত কুপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি দৌহগুলিকা এবং এই অমুরীয়ক উভয়ই ঈষীকা দ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও।' এই বলিয়া আপনার অমুরীয়ক ঐ নিকরদ কুপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন বৃদ্ধিষ্টির দ্রোণকে কহিলেন মহাশয়! যদি আপনি কুপ হইতে এ গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কুপাচার্যের অগ্রমতিক্রমে আপনি চিরকাল তিক্ষা পোষ্টবেন। দ্রোণ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে ২ এক-মুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন—'এই যে ঈষীকা মুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রত্যেক দেখ। একটা ঈষীকা দ্বারা কুপমধ্যস্থিত স্নেহ গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটি দ্বারা এবং তাহা অস্ত্র একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব। এইরূপে ক্রমে ২ একটি দ্বারা অস্ত্র ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব.'

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকামুষ্টি দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞা-রূপ কূপ হইতে শুলিকা উত্তোলন করিলেন। বাণেশ্বরী তদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, 'বিগর্হে! আপনার অঙ্গুরীয়কটা শীঘ্র উত্তোলন করুন।' তখন মহাবিশ্বঃ দ্রোণাচার্য্য হস্ত হইতে ধনুঃশর লইয়া কূপ মধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পূর্য্যাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃত-জ্ঞানপুটে কহিতে লাগিল, 'হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে অভিবাদন করি; আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্তের সাধ্য নহে, অতএব মহাশয় আপনার পরিচয় প্রদান ও কর্তব্যবিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদেরকে চরিতার্থ করুন।' দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'হে! লোকগণ! তোমরা ভীষ্মের নিকট বাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে, 'সেই মহাতেজাঃঐশ্বানে সমপাঙ্কিত হইয়াছেন।' কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কণ্ঠ সর্বিশেষ বর্ণন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম, কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মাত্র বৃত্তিতে পান্নিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতঃপূর্বেই তিনি একজন সুশিক্ষিতের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ যোদ্ধাক্রমে তাহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণ-সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে

আনয়ন পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া সদর সজ্জাষণ কুশলগ্রন্থ ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ, ভীষ্মের বচনাবসানে পূর্ব্বের কথা বিবৃত করিয়া ধনুর্বিদ্যাশিক্ষার জন্ত মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট ক্রীড়া বহুযৎসর বাস করিয়া বিদ্যালান্ত করিয়াছিলেন, ক্রীড়াপে পঞ্চাঙ্গদেশীয় রাজপুত্র মহাবল প্রপদ তাঁহার সহিত তথায় অসম্মতি করিয়া শিক্ষা ও বহুজ্ঞান লাভ করিয়া, রাষ্ট্র হইলে ক্রীড়াপে তাহার পরিচর্যা করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পর রাজ্যান্ত হইলে প্রাক্তন মনে তাঁহার নিকট গমন করিলে কতদূর লাভিত হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে তাঁহার রাজ্য পরিভাগ করিয়া হস্তিনানগরে উপনীত হইয়াছেন, আশ্রয়পূর্ব্বক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহাত্মন! শরাসনের গুণ মেন চন করুন; আপনি অঙ্গুগ্রহ করিয়া বাণকগণকে সম্যক্রূপে অঙ্গশিক্ষা করান, এবং সন্তত পূজিত হইয়া শ্রীতি-প্রসন্ন মনে পরমমুখ ভোগ করুন। কুরুদিগের বাবতীর ধন ও রাজ্য—সমস্তই আপনার অধীন হইবে; আপনিই রাজা; কুরুগণ আপনাকেই আশ্রয়বহু হইবেন। হে ব্রাহ্মণ! আপনি যখন বাহ্য চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। হে বিগর্হে! আপনি আমাদের মৌভাগ্যবশতঃ যোদ্ধাক্রমে এ স্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অঙ্গুগ্রহ করিয়াছেন।'

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, মহাত্মব ভীষ্ম

কর্তৃক সংকৃত হইয়া, পরম সমাদরে কুরুপুত্রে
 বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রান্ত
 হইলে, জীমদেব জীত ও প্রাণর হইয়া প্রচুর
 অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে
 তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাঁহার
 বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্য-সম্পন্ন
 এক গৃহ নির্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে
 পাণ্ডব ও দার্ত্যরাষ্ট্রেরা আচার্য্য জ্ঞেয়কে
 অভিবাদন করিলে, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে
 তাঁহাদিগকে ‘অন্তেবাগী’ বলিয়া স্বীকার
 করিয়া, নির্জনে কহিলেন, “হে শিষ্যগণ!
 আমি উত্তমরূপে অত্র শিক্ষা প্রদান করিব,
 কিন্তু পরিণেবে তোমাদিগকে আমার একটি
 অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে
 তাহা অঙ্গীকার করা।” তাহা শুনিয়া দুর্যো-
 ধন প্রভৃতি কুরুনন্দনগণ সকলেই মৌনভাবে
 অবলম্বন করিলেন; কেবল অর্জুন তাঁহার
 স্বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, “আপনি
 বাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন
 করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।” আচার্য্য জ্ঞেয়
 অর্জুনের অঙ্গীকার-স্বাক্য শ্রবণ করিয়া,
 জীতি-প্রফুল্লমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও
 বার ২ তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিতে লাগি-
 লেন। তৎকালে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে
 অবিরল অনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।
 অনন্তর রাজকুমারদিগকে দিব্য ও মানু-
 সবিশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষাদান করিয়া, কৃতবিদ্যা
 করিয়া তুলিয়া, একদিন আচার্য্য শিষ্যগণকে
 সমুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন—‘হে শিষ্য-
 গণ! তোমরা পঞ্চালরাজ ক্রপদকে রণক্ষেত্রে
 হইতে ধৃত করিয়া আনয়ন করতঃ গুরুদক্ষিণা-
 স্বরূপ আমাকে প্রদান করা।’ শিষ্যগণ

“তথাহি” বলিয়া গুরুস্বাক্য অঙ্গীকার করত
 তৎক্ষণাৎই সমরসজ্জা করিয়া পাকালদেশ
 আক্রমণ-পূর্বক ক্রপদকে বধন করিয়া জ্ঞেয়-
 সমীপে আনয়ন করিলেন। জ্ঞেয়চার্য্য
 ক্রপদরাজকে হৃতসর্ব্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া,
 পুরুষোত্তম শ্রবণপূর্বক কহিলেন, ‘হে ক্রপদ-
 রাজ! আমি বণপূর্বক তোমার রাজ্য
 ছিন্নভিন্ন করিয়া পুরী বিমর্দিত করিয়াছি,
 এক্ষণে দেহি বিগ্রের করায়ত্ত হইয়া পূর্ববৎ
 সখিব করিতে কি ইচ্ছা হয়?’ এই
 কথা বলিয়া হাস্যপূর্বক পুনর্বার তিনি
 মনে ২ নিশ্চর করিয়া রাজাকে কহিলেন,
 ‘হে বীর! তুমি প্রাণতরে জীত হইও না,
 আমরা ব্রাহ্মণ, স্তত্রাং কামাশীল। হে দ্বিজ-
 শ্রেষ্ঠ! তুমি যে বাল্যাবস্থার আমার সহিত
 ক্রীড়া করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার
 প্রতি আমার স্নেহ ও ঐতি সংবন্ধিত হই-
 রাছিল, অতএব হে জনাধীশ! আমি
 পুনর্বার তোমার সহিত সখ্য প্রার্থনা
 করিতেছি। হে রাজন্! তোমাকে বর
 প্রদান করিতেছি, তুমি এই রাজ্যের
 অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে! হে বজ্রগেন! রাজা
 না হইলে কেহ রাজার সখ্য হইতে পারে
 না, এই অজ্ঞই আমি তোমার রাজ্যের
 নিমিত্ত বধ করিতেছি। হে পাকাল! তুমি
 ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের রাজা হইবে, আমি
 উত্তর-কূলের রাজা হইব। এক্ষণে যদি
 তোমার মত বর, তাহা হইলে আমাকে
 ‘সখ্য’ বলিয়া মনে করা।’ ক্রপদ কহিলেন ‘হে
 ব্রাহ্মণ! বিক্রমশালী পুরুষদিগের পক্ষে
 ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমি আপনার প্রতি
 ঐতি হইতেছি এক আপনিও আমার

প্রতি চিরস্থায়িনী প্রীতি লাভ করুন,—এরূপ ইচ্ছা করিতেছি ।”

ঋণদ ইহা কহিলে, জ্যোৎস্না তাঁহাকে বিমোচন করিয়া প্রীতমনে সংকার-পূর্বক রাজ্যার্জি প্রদান করিলেন। ঋণদ গঙ্গা-তীরস্থ জনপদযুক্ত মাকন্দীদেশ ও চম্পুভূমিনী পর্যন্ত দক্ষিণ-পাক্ষাংশে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ কাম্পিন্য-নগরে দীনচিতে অধিবাস করিতে লাগিলেন। অসম্ভব জ্যোৎস্নার শত্রুতা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কজ্জির-বলদ্বারা জ্যোৎস্নার পরাজয় অসম্ভব বোধ করিলেন। এদিকে জ্যোৎস্না ‘অহিচ্ছত্র’ নামক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ধনঞ্জয় অহিচ্ছত্র পুরী সংগ্রামে অরু করিয়া আচাৰ্য্য জ্যোৎস্নাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

মহাতারতের এই অংশ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম—

১—হিমালয়ের গঙ্গাবারের কোন প্রদেশে, শংসিতব্রত ভগবান্ তরদ্বাজ ঋষি বাস করিতেন, তৎপুত্র জ্যোৎস্না।

২—তিনি পিতৃসদনে বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

৩—তরদ্বাজের শিষ্য অগ্নিবেশ তাঁহাকে আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

৪—তরদ্বাজের সখা পাক্ষালাধিপতি পূব-ভেদে পুত্র ঋণদের সঙ্গে জ্যোৎস্নার সখিত্ব ছিল।

৫—পূবভ পুরলোক গমন করিলে, ঋণদ উত্তর-পাক্ষালের রাজা হন। তরদ্বাজ ঋষিও সেইসময়ে বর্গারোহণ করেন। তখন মর্য্যতপা জ্যোৎস্না সেইস্থানে অবস্থিত করিয়া বেদ-বেদাঙ্গে বিদ্বান্ ও ভগোবলে নিম্পাণ হইয়া পিতার পূর্বনিয়োগানুসারে

শরৎ-কল্পা কৃপীকে ভার্য্যাক্রমে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গর্ভে অশ্বখামা নামে পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহার পর মহেন্দ্রপর্বতে গমন করত মহাত্মা পরশুরামের নিকট হুইতে প্রয়োগ, সংহার ও রহস্যের সহিত সমগ্র অস্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হন।

৬—তাঁহারপর জ্যোৎস্নার অনন্থা জ্যোৎস্না নিজে ভীষ্মের নিকটে বাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা এতলে উল্লিখিত হইতেছে।

আমি পূর্বে ধনুর্বেদ ও অস্ত্রশিক্ষায় নিমিত্ত মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গমন করিয়াছিলাম; তথায় ব্রাহ্মচারী, বিনরী, জটধারী ও গুরুভ্রাতৃ-ভৎপন্ন হইয়া বহু বৎসর বাস করিলাম। তৎকালে পাক্ষাল-দেশীয় রাজকুমার মহাবল প্রভাব-সম্পন্ন যজ্ঞসেন সেই গুরুর নিকটই অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা শিখিবার জন্ত বাস করিতেন। সেখানে তিনি আমার উপকারী, সখা ও প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সহিত একত্র হইয়া বহুকাল সুখে ছিলাম। বাল্যাবধি তাঁহার সহিত আমার একত্র অগায়ন হর, এ নিমিত্ত তিনি আমার সর্বদা প্রিয়কাণ্ডী প্রিয়বানী সখা ছিলেন। তিনি আমার প্রীতির নিমিত্ত সর্বদা বলিতেন যে, “হে জ্যোৎস্না! আমি মহাহতব পিতার প্রিয়তম পুত্র, অতএব যখন পাক্ষালরাজ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তখন সেই রাজ্য তোমার ভোগ্য হইবে, ইহা আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম। হে সখ্যে! আমার ‘ভোগ্য, ব্রতব্য ও সুখ সকলেই তোমার অধীনে থাকিবে।” পরে যখন তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা সমাপন হইল,

তখন তিনি আমা কর্তৃক সম্মানিত হইয়া
তথা হইতে গমন করিলেন। আমি সেই
অবধি নিরন্তর তাঁহার ঐ বাক্য মনোমধ্যে
ধারণ করিয়া রাখিলাম। অনন্তর আমি
শিত্‌নিরোপাধুসানে পুত্রলোভ প্রযুক্ত বৃদ্ধি-
মতী, ব্রতপরায়ণা এবং অগ্নিহোত্র বাগে
ও ইন্দ্রদমনে নিয়ত নিরতা ক্রপীকে বিবাহ
করিলাম। ক্রপী 'অশ্বখামা' নামে ভীম-
বিক্রম আদিত্যভূক্ত্য তেজস্বী পুত্র লাভ
করিলেন। তরঙ্গাজ বেক্রপ আমাকে প্রাপ্ত
হইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও
ঐ সম্ভান দ্বারা আপ্যায়িত হইলাম। অশ্ব-
খামা বাল্যাবস্থার এক দিবস ধনিপুত্রদ্বিগকে
হৃৎপান করিতে দেখিয়া এক্রূপ রোদন
করিতে লাগিল যে, তাহাতে আমার দিপ-
ত্রম হইয়া পড়িল! সৌর বাগাদি-কর্ণের
অমুখ্যারী স্নাতকবাঞ্ছা অবগত না হন,
(বাগশীল ব্যক্তির যদি অন্ন গো থাকে, তবে
তাঁহার নিকট গো-প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহার
ধর্মলোপ হইতে পারে,) ইহা চিন্তা করিয়া
আমি ধর্মযুক্ত বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ করিবার
নিমিত্ত অনেকবার সেই দেশ ভ্রমণ করি-
লাম। দেশের একসীমা হইতে অত্র সীমা
পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াও হৃৎবতী
গাতী প্রাপ্ত হইলাম না। পরে অত্র
বালকেরা শিষ্টোদক (তরল পিটাম্বী) দ্বারা
ঐ বালককে প্রোক্ষিত করিল,—বালক
অশ্বখামা ঐ শিষ্টোদক পান করিয়া বাল্য-
প্রযুক্ত বিমোহিত হইয়া "আমি হৃৎ পান
করিয়াছি" এই বলিয়া উত্থান-পূর্বক
আজ্ঞাদে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই পুত্র,
বালকগণ পরিবৃত ও তাহাদিগের হাস্যমূল

হইয়া নৃত্য করিতেছে দেখিয়া, আমার
অন্তঃকরণে অতিশয় কোভ জন্মিল।
বিশেষতঃ জরনাকারী লোকদিগের "দরিদ্র
দ্রোণকে ধিক্! মিনি ধনাভাবে পানীয় হৃৎ
প্রাপ্ত হন না, বাঁহার পুত্র হৃৎ প্রাপ্ত হওয়ার
শিষ্টোদক পান করিয়া সমুদ্রতীরে "আমি হৃৎ-
পান করিলাম, বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল"—
এইরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধিব্রংশ
হইল। পরে আপনাই আপনাকে নিন্দা
করিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি ব্রাহ্মণ
কর্তৃক বর্জিত ও নিদিত হইয়া বাস করিব,
তথাপি ধনলোভে পাপকর্ম—পরদেবা অব-
শ্রম করিব না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া
আমি প্রিয়তম পুত্র ও পত্নীকে লইয়া পূর্ব-
স্নেহানুবন্ধ-প্রযুক্ত ত্রপদরাজার নিকট গমন
করিলাম। আমার সেই প্রিয়সখা রাজ্য্যতিবিক্ত
হইয়াছেন শুনিয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য
বোধ করিয়া স্তম্ভীত মনে তাঁহার নিকট
গমন করিলাম। তাঁহার সহিত একত্র বাস
ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাত সেইবাক্য শ্রবণ
করিতে ২ আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত
হইয়া মিত্রভাপূর্বক কহিলাম, "হে পুরুষ-
বান্ধব! আমি তোমার সখা।" ইহা বলিয়া
সখার স্তায় সন্নিহিত হইয়া তাঁহার সহিত
মিলিত হইলাম। তাহাতে ইতর লোকের
স্তায় আমার প্রতি তিনি হাস্য করিয়া
কহিলেন "হে ব্রাহ্মণ! তোমার এই বুদ্ধি
সমাচীন নহে; হে বিদ্বৎ! যথেষ্ট ভূমি
হঠাৎ আমাকে কহিলে যে "আমি তোমার
সখা"। কালক্রমে সকলই জীর্ণ হইয়া
থাকে, স্নতরাং সোহাদিও জীর্ণ হয়। তোমার
সহিত পূর্বে যে আমার সখা হইয়াছিল,

তাঁহা তৎকালীন সম্বন্ধ বশতই হইয়াছিল; কলত অশ্রোজির ব্যক্তি শ্রোত্রিরের সহিত, অরণী ব্যক্তি রথীর সহিত এবং রাজা না হইলে রাজার সহিত কখনও সম্বন্ধাপন করিতে পারে না; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্বের সখিৎ ইচ্ছা করিতেছ? উত্তরে সমান হইলেই সম্যক হয়, পরম্পর বিগৃহণ হইলে কিরূপে সৌহার্দ্য হইতে পারে? এই ভ্রমগুল-মধ্যে কোনও বস্তু অপরিবর্ত্য বা অমর নহে; বস্তুতা বা সখিৎও চিরস্থায়ী হইতে পারে না, অতএব তুমি সেই পুরাতন সখোর উপাসনা করিতে নিরন্তর হও; এখন আর তাঁহা বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিও না। হে বিজশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজন বশতই তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ হইয়াছিল; সে প্রয়োজন এখন পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রয়োজনমূলক সম্বন্ধও বিনষ্ট হইয়াছে। হে অরমতে! বাহ্যার অতুল ঐশ্বর্যশালী ভূপাল, তাঁহাদের কখনও জিহ্বা ঈহীন দরিদ্র মহুযোর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। আমি রাজ্যের নিমিত্ত যে তোমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা আমার দ্রবণ হয় না, তবে যদি তুমি একরাত্রি ভোজন করিতে বাড়া কর, আমি তাঁহা প্রদান করিতে সন্মত আছি। তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমি যাতা অচিরেই সম্পন্ন করিতে পারিব, এমনত প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। আমি ক্রপদরাজ কর্তৃক ঐরূপ তিরস্কৃত হইয়া রোষ বশত গুণবৎ শিষ্য-সকলের আর্থনীর কুকরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পরে আপনার অভিলাষানুসারে

কার্য্য করিবার নিমিত্ত এই রমণীয় নাম-পুরে উপনীত হইলাম। সম্প্রতি কি কার্য্য করিতে হইবে বলুন?

(ক্রমশঃ)

ঈশারদাশ্রয়ান ভট্টাচার্য্য।

ঈশোপনিষৎ।

ও

স্মৃতিনাম্নী বঙ্গব্যাখ্যা।

(আবশ্যক-সূচনা।)

ঈশোপনিষৎ গুরুবজ্রকর্কসের বাঙ্গলেন্দ্র-সংহিতার শেষ বা চত্বারিংশতম অধ্যায় স্বরূপ। বাঙ্গলেন্দ্রসংহিতার প্রথমাবধি ৩৯তম অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্মকাণ্ডের এবং কেবল এই শেষ অধ্যায়েই জ্ঞানকাণ্ডের নিরূপণ বিস্তারিত। এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি আত্মতত্ত্ব প্রকাশক, কর্মবোধক নহে, সুতরাং এই অধ্যায়, সংহিতার অন্তর্গত হইলেও উপনিষৎ; আর এইজন্যই ইহার নাম বাঙ্গলেন্দ্রসংহিতোপনিষৎ।

মূল বাঙ্গলেন্দ্রসংহিতায় এই উপনিষদের মন্ত্র-সংখ্যা সপ্তদশ। প্রথম ৩টি মন্ত্র অষ্টটুপ-চ্ছন্দে প্রথিত, চতুর্থ মন্ত্র ত্রিষ্টুপ-চ্ছন্দে রচিত, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্র অষ্টটুপ-চ্ছন্দক। ৯ম, ১০ম, ১১ম, ১২ম, ১৩ম, ১৪ম মন্ত্র অষ্টটুপ-চ্ছন্দো-বদ্ধ, ১৫শ মন্ত্র, ছট্টমি বজ্রমন্ত্রের সমষ্টি। ১৬শ মন্ত্র ত্রিষ্টুপ-চ্ছন্দে নিবদ্ধ, সপ্তদশ মন্ত্র উকিচ্ছন্দোময়, ১টা ঋক ও ছট্টমি বজ্রমন্ত্রের সমষ্টি-স্বরূপ। বাঙ্গলেন্দ্রসংহিতার ভাব্যকার মহামা

মহীধর এই ভাবের মন্ত্র-বিত্তাস সমর্থন করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ঈশোপনিষদের অন্ততম ভাষ্যকার জগদগুরু শঙ্কর এবং প্রাচ্য-শিক্ষার পূজ্যপাদ শ্রীনারায়ণ মুনি ও মাননীয় শ্রীবালকৃষ্ণদাস প্রভৃতি, বাঙ্গলার সংস্কৃত-সংহিতার মন্ত্রবিত্তাসক্রম রক্ষা করেন নাই। সংহিতার ২ম মন্ত্র ইহার উপনিষদে ১২শ মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐরূপ সংহিতার ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ মন্ত্র ইহার ১০শ, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ মন্ত্ররূপে স্থাপন করিয়াছেন। সংহিতার ১৫শ ও ১৬শ মন্ত্র ইহার ১৭ ও ১৮ মন্ত্ররূপে প্রথিত করিয়াছেন। সংহিতার ১৭শ মন্ত্র উপনিষদে অবিকল গৃহীত হয় নাই। সংহিতার সপ্তদশ মন্ত্র যথা—“হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যতাপিহিতং মুখং। যোহসাবাদিতো পুরুষঃ সোহসাবহম্, ঐখং ব্রহ্ম।” ইহা উক্তকৃষ্ণদাস মন্ত্র; “ঐখং ব্রহ্ম” এই শেষাংশ যজুর্মন্ত্রধর। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি এই মন্ত্রটাকে মিরসরূপে পাঠ করিয়াছেন যথা—“হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যতাপিহিতং মুখং। তৎ পুণ্য অপাবুণ্য সত্যার্থ্যার দৃষ্টয়ে।” মন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে অল্পটুকু ছাড়া পরিবর্তিত হইয়াছে। সংহিতার ১৫শ মন্ত্র “বায়ুরনিলম-মৃতমথৈদং ভস্মাস্তং শরীরং ঐ ক্রতোশ্বর ক্রিবে অর কৃতং অর”। উপনিষদের শঙ্করাদি ব্যাখ্যা-কারগণ এই মন্ত্রকে “বায়ুরনিলমমৃতমথৈদং ভস্মাস্তং শরীরং। ঐ ক্রতোশ্বর কৃতং অর ক্রতোশ্বর কৃতং অর,” এইরূপে ১৭শ স্থানে পাঠ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি উপনিষদের ১৬শ মন্ত্ররূপে এই মন্ত্র প্রথিত করিয়াছেন যথা—“পুষ্পৈকর্ষে ধম হৃদ্যা প্রাজা-পত্য ব্যুৎ রশ্মীন সসূহ তেজঃ, যন্তে রূপং

কল্যাণতরং তন্তে পশ্যামি যোহসাবাসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।” এই মন্ত্রটি সংহিতার ৪০তম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এখানে আমরা অঙ্ককারে রহিয়াম। এই অল্পটুকু বহুল চর্চা-রিংশস্তম অধ্যায়ের ত্রুটি দর্শীচাঞ্চল্যে ঘটি। মুক্তিকোপনিষদে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের যে নাম-তালিকা আছে, তাহার প্রথমেই এই ঈশোপনিষৎ গৃহীত হইয়াছে। বর্তমান-গ্রন্থে বাঙ্গলার সংস্কৃত-পাঠ্যক্রমসূচীতে মন্ত্র-বিত্তাস করা হইবে; আচার্য্য-শঙ্করমতাবলম্বী মন্ত্রক্রম প্রাদর্শিত হইবে না বা সেইক্রমে মন্ত্রসকল ব্যাখ্যাত হইবে না।

উপনিষদারম্ভ ।

তত্ত্বত্রুষ্টা ঋষি প্রথম মন্ত্রে শমদমাদি-সম্পন্ন উপসন্ন মুসকু শিষ্যকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন—ঋষি বলিতেছেন,—

ঈশাব্যক্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন তুষ্ণীধাঃ মাগুধঃ কত্ব শিখনম্ ॥ ১

এই দৃষ্টমান অসত্যস্বরূপ বিশ্ব সত্যময় পরমেশ্বর কতৃক আচ্ছাদনীয়—অর্থাৎ আমিই পরমেশ্বর পরমাত্মা বিশ্বাকারে বিরাজমান,—আত্মসত্তা ভিন্ন সংসারের স্বতন্ত্র সত্তা নাই এইরূপ চিন্তা করিবে—আত্মজ্ঞানের সেবা করিবে। আর, এ সংসারে স্থাবরজঙ্গম যে কিছু বস্তু আছে, সে সকলের প্রীতি মমতাপূত্র হইরা, অনাসক্তভাবে সকল বস্তু ভোগ করিবে। কোনও বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা রাখিও না; কারণ জগতের ধনসম্পৎ কাহারও নয়, “বাহ্য আত্ম তোমার, তাহা কাল অপরের হইবে, সুতরাং ‘ইহা আমার’ এরূপ ধারণা পরিত্যাগ কর—আত্মজ্ঞানের অঙ্গীকরণ কর। ১

বাহ্য আত্মজ্ঞানের অধিকারী নহে,

তাহাদিগের প্রতি ঋষি, কর্মসাধনের উপদেশ
প্রদান করিতেছেন ; ঋষি বলিতেছেন ;—
কুর্কস্নেহে কৰ্ম্মাণি সিজীবিকেষুতঃ সমাঃ ।
এবং বরিনাত্তেতোহতি ন কর্ম লিপ্যতে মরে ॥

ইহলোকে চিত্তশুদ্ধিকর বেদবিহিত নিকাম
কর্মের অহুষ্ঠান করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে
ইচ্ছা কর। তাৎপর্য্য এই যে, চিরজীবন
ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম করিলে তোমার
মনঃশুদ্ধি হইবে এবং পরম্পরায় মোক্ষলাভ
ঘটিবে। জ্ঞানসাধনে অসমর্থ কর্ম্মাধিকারীর
পক্ষে নিকামকর্ম্মসেবা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য
উপায় নাই। তুমি বলিবে, কর্ম্ম করিলেই
ফল হইবে, কর্ম্মফলবন্ধন দূর হইবে, মুক্তির
উপায় কি ? জানিয়া রাখ, ফলাকাঙ্ক্ষা পরি-
ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে,
সে কর্ম্ম কর্ত্তার লিপ্ত হয় না—তাহার বন্ধন
সম্পাদন করে না । ২

অতঃপর ঋষি কাম্যকর্ম্মরত আত্মজান-
চেষ্টাবিশুধ সূত্র ব্যক্তিগণের দোষ কীর্ত্তন
করিতেছেন, যথা,—

অহুৰ্য্য নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্যঃ ।

তাংস্তে প্রেত্যাঙ্গিগচ্ছতি য়ে কে চান্ধবনোজনাঃ ॥

৩

বাহারী আত্মহা অর্থাৎ অবিজ্ঞানমুক্ত আত্ম-
জ্ঞানবিশুধ ও জ্ঞানসাধন-নিকামকর্ম্মপরাদ্রুত,
কেবল কাম্যকর্ম্মপরায়ণ, তাহারা যেক্ষত্যাগের
পর, (যে সকল লোক বা জন্ম ‘অহুৰ্য্য’ অর্থাৎ
যে সকল যোনিতে জন্ম লইলে জীব প্রাণ-
পোষণরত অধম সর্গীর্ণচেতন বলিয়া পরি-
চিত হয়—এবং যে সকল যোনি অজ্ঞানরূপ
অন্ধকারে আচ্ছন্ন—সেই সকল) নিবৃষ্ট লোক
বা স্থাবরাধি জন্ম লাভ করে। তাৎপর্য্য এই

যে, যে সকল জীব আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর
হয় না, তাহারা পুনঃপুনঃ জন্মমরণবৃত্তণা
ভোগ করে। ৩

মুহুর্মুগ্ধং যে পয়ত্রককে আত্মরূপে উপা-
সনা করিয়া সংসারের পরপারে গমন করেন,
যে আত্মতত্ত্ব না জানিলে সংসারময়ত্বা ভোগ
করিতে হয়, ঋষি সেই আত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন
করিতেছেন—

অনেনাসেকং মনসো জবীরো নৈনন্দেবা আপু বন্-
পূর্ব্বমর্ষৎ ॥

তদ্ব্যবতোহিত্তানত্যোতি তিষ্ঠৎ বরিন্নিশো নাত-
রিখা দধতি ॥ ৪

আত্মা অচল, অধিতীয় ও মনের অগম্য ।
দীপ্তিশালী চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে
আরম্ভ করিতে পারে না। আত্মা, সকলের
উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছেন,
আবার সকলের বিনাশ হইলেও বিনষ্ট হইবেন
না। আত্মা বস্তুতঃ অচল, কিন্তু তিনি ক্রত-
গামী গ্রহনক্ষত্রাদিকেও অতিক্রম করিয়া গমন
করেন। আত্মার সত্তার অহুপ্রাণিত হইয়া
হুজ্জাত—বায়ুর প্রবহন, রবির প্রকাশন ও
অগ্নির দহনপচনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন,
অথবা আত্মার সত্তার সত্তাবান্ হইয়া ক্রিয়া-
শক্তিরূপে সংসারের সমস্ত কার্য্য সাধন করিরা
থাকেন। ৪

ঋষি, আত্মস্বরূপ আরও বিশদরূপে বলি-
তেছেন, যথা—

তদেভতি তন্নৈভতি তদ্যুরে তদ্ব্যতিকি ।

তদন্তরগ্য সর্গস্য তদ্ব সর্গগ্যাং বাহুতঃ ॥ ৫

আত্মা নিরূপাধিক পরমার্থ—সত্যরূপে
অচল, কিন্তু উপাধি-সম্পর্ক-বশতঃ সচলবৎ
প্রভৃতি হন। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের

কাছে আত্মা বহুযোজন-দূরস্থ বস্তু, কিন্তু তিনি জ্ঞানিগণের হৃৎপক্ষে নিজাক্ষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। আত্মা আকাশবৎ ব্যাপী। তিনি প্রতিবস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান আছেন।

মতান্তরে—

এই মন্ত্রে ঋষি আত্মার কার্য্যরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। চতুর্থ মন্ত্রে আত্মার কারণরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, অতরাং এখন কার্য্যরূপ বর্ণন অল্পপুঙ্ক্ত নহে। ঋষি বলিতেছেন,—

আত্মা গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে সচল, অংবার স্থাবররূপে অচল। আত্মা চক্রে সূর্য্যাদিরূপে ঘুরস্থ, কিন্তু জল-ফলাদিরূপে নিকটস্থ। তিনি চিদ্রূপে জীবকুলের অভ্যন্তরে ও লড়রূপে বাহিরে বিস্তারমান রজিয়াছেন। ৫

ঋষি অতঃপর আত্মচিন্তার প্রকার-শাণালী বলিতেছেন,—

বস্তু সর্বাণি জ্ঞানানি আত্মপ্রবাহমুপশ্রুতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি ॥ ৬

যে সুমুগ্ধ ব্যক্তি আত্মার সর্বভূত দর্শন করেন এবং সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্য্যন্ত সমস্ত সংসার আত্মায় অবস্থিত—আত্মভিন্ন নয়, এবং সমগ্র বিশ্বে সর্বত্র সাক্ষিরূপে অবস্থিত চিত্রণ আত্মাই আমি—এইরূপ আত্মদর্শন প্রাপ্ত হন, তাহার সকল সংসার তিরোহিত হয়—মনস্ত বিচার অপগত হয়। ৬

অতঃপর ঋষি বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সর্বাঙ্গদর্শন সমাপ্ত হইলে, অবিভার বিনাশ ও জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ হয়।

ধম্মিন্ সর্বাণি জ্ঞানানি আত্মপ্রবাহজ্ঞানতঃ।

ভুক্ত কোমোহঃ কঃ শোক একম মনঃ স্থবঃ । ৭

যে অবস্থায় সাধকের 'সর্বং ধর্ম্মিণঃ ব্রহ্ম' 'আত্মপ্রবাহং সর্বম্' এই সর্বাঙ্গদর্শন সম্পূর্ণ হয়—সমস্ত সংসার উপাসকের আত্মস্বরূপে সমন্বিত হয়, সে অবস্থার একত্বদর্শী সাধকের অবিভা বিনষ্ট হয়—অবিভাশূলক সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়—শোক-মোহশূন্য আত্মতাবের নয়মুগ্ধি—সত্য-শিব-সুন্দরকান্তি প্রকটিত হয়। ৭

ঋষি, জ্ঞানের ফলস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি কীর্তন করিতেছেন—

স পর্যাগচ্ছুক্ষমকায়মব্রহ্মম্ অম্মাবিরং শুদ্ধমপাণ-
বিদ্ধং। কথিমনীষী পরিতুঃ শ্রয়ন্তুঃ শাপাতথ্য-
তেহিখান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভাঃ সমাভাঃ ॥ ৮

যে ব্যক্তি উক্তরূপ আত্মদর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন, তিনি চিদানন্দরূপ অচিন্ত্যশক্তি-স্বরূপ সুপুঙ্ক্ত-শরীর শূন্য শুদ্ধস্বরূপ পুণ্য-পাপাতীত পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরন্তু ঐ ব্রহ্মভূত-সাধক, জড়াজড় বস্তুজাত নির্দিষ্টভাবে ভোগ করিতে সক্ষম হন। ব্রহ্মভূত জ্ঞানী, কবি, মেধাবী, জ্ঞান বলে সর্বস্বরূপ হন এবং শ্রয়ন্তুরূপে বিরাজ করেন। ৮

অতঃপর উপাসনা প্রসঙ্গ। বাহ্যার মরণই মুক্তির দ্বার মনে করে, ঋষি, বর্তমান-ময়ে সেই ভ্রান্তগণের শোচনীয় পতন কীর্তন করিতেছেন,—

অকন্তমঃ প্রবিশন্তি যেহসন্তু তিসুপাসতে।

ততো ভূয় ইব ঋমো বট সন্তুভ্যাং রতাঃ ॥ ৯

যে মুঢ়গণ অসন্তুতির উপাসনা করে অর্থাৎ দেহত্যাগের পরই মুক্তি হয়, জীবের পুনঃসম্ভব নাই, মনে করে, তাহার অজ্ঞানতমঃ-রূপে প্রবেশ করে, আর বাহ্যার সন্তুতি বা বিশ্বাসভবনেক্ত আত্মার রত অর্থাৎ কর্ম্মাহুতানা-ভাবে চিত্তশুদ্ধি-বিহীন অথচ আত্মজ্ঞানের

সেবা করিতে প্রস্তুত, তাহারা ততোধিক
অন্ধকারময় অজ্ঞানগহবরে স্থান প্রাপ্ত হয়।

এই মন্ত্রে ঋষি মতান্তরে ব্যাক্তোপাসনা ও
অব্যাক্তোপাসনার সমুচ্চর—প্রতিপাদনার্থে
প্রত্যেকের নিম্না কীর্তন করিয়া, প্রকারান্তরে
সমুচ্চর-পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

যাহারা অসম্ভুতি অর্থাৎ অব্যাক্তোপাসনা
করে, তাহারা অন্ধতম অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ
করিবে, আর যাহারা সম্ভুতি বা ব্যাক্তোপাসনা
(হিরণ্যগর্তোপাসনা) করে, তাহারা তদপেক্ষাও
ভীততমোময় সংসারে স্থান লাভ করিবে। ৯

বর্তমান মন্ত্রে সম্ভুতি-উপাসনা ও অসম্ভুতি-
উপাসনার ফলপার্থক্য বর্ণিত হইতেছে।
মতান্তরে সমুচ্চর-সিদ্ধান্তের অহুকুলে ব্যাক্তো-
পাসনা ও অব্যাক্তোপাসনার ফলভেদ কথিত
হইতেছে।

অন্তদেবাহঃ সম্ভবাদভদ্রাহরসম্ভবাৎ।

ইতি শুক্লম ধীরপাং যেনন্তষিচক্ষিরে ॥ ১০

যাহারা মরণকেই মুক্তি মনে করে, তাহারা
স্বতন্ত্র ফল লাভ করে, আর যাহারা কর্মহীন
মলিনচিত্ত আত্মোপাসক, তাহারাও স্বতন্ত্র
ফল প্রাপ্ত হয়—ধীরগণ ইহা আনাদিগকে
কহিয়াছেন, তাহাদের কাছেই আমরা ইহা
শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যান্তর—

ব্যাক্তোপাসনা বা হিরণ্যগর্তোপাসনার ফল
পৃথক্ (অবিমাদি-ঐর্ষ্যলাভ) আর অব্যা-
ক্তোপাসনার পরিণাম ফলও পৃথক্, (প্রকৃতি-
ময়) ইহা ধীরগণের নিকট শুনিয়াছি,
তাহারাই আমাদের নিকট ইহা ব্যাখ্যা
করিয়াছেন। (প্রকৃতির উপাসনা করিলে
লাভক প্রকৃতিতে লীন হন। প্রকৃতির মুক্তির

কাছাকাছি। সুস্থির কোড়ে শয়ন করিয়া
জীব কণকাল সংসার-যন্ত্রণার হস্ত হইতে
নিকৃতি পায়—ঐচ্ছানন্দ অহুঃ প্রব করে। প্রকৃতি-
ময় দশমবস্তুর কালস্বায়ী আনন্দভোগ—সুদীর্ঘ-
সুস্থিতি। প্রকৃতিলীন ব্যক্তি যথাকালে আবার
সংসারে পতাবর্জন করেন। মুক্ত জীবের প্রত্যা-
বর্তন নাই। বেদ বলেন—ন স পুনরাবর্ততে।)

১০

ঋষি, সম্ভুতি-উপাসনাও অসম্ভুতি-উপাসনার
সমুচ্চর প্রচার করিতেছেন—

সম্ভুতিকং বিনাশকং যন্তবেদোভয়ং সহ।

বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ষা সম্ভুত্যা মৃতমশ্রুতে ॥ ১১

যে যোগী সম্ভুতি বা পরিত্রাণ এবং বিনাশ
বা বিনাশী শরীর এই উভয়কে একীভূত
বলিয়া জ্ঞানেন, অর্থাৎ আমি দেহাতিরিক্ত
অবিনশ্বরদেহী আত্মা, এই নখর দেহ আমা
হইতে ভিন্ন, কিন্তু কর্মবশে আমি এই দেহে
তাদাত্ম্যাদ্যাসঙ্গম্পন্ন—এইরূপ চিন্তা করিয়া
নিকামকর্ম সাধন করেন, তিনি বিনাশ বা
নখর শরীরের দ্বারা নিকামকর্মবশে মৃত্যু
অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া,
সম্ভুতি বা আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ
করেন।

এই মন্ত্রের ‘বিনাশ’ শব্দ দুটা ‘অবিনাশ’
রূপে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ‘সম্ভুতিকং বিনাশকং’
স্থলে ‘সম্ভুতিকং অবিনাশকং’ এবং ‘বিনাশেন
মৃত্যুং তীর্ষা’ স্থলে ‘অবিনাশেন মৃত্যুং তীর্ষা’
পাঠ করিয়া, আচার্য্য মহাধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
আচার্য্য শব্দ ‘বিনাশ’ শব্দস্থলে ‘অবিনাশ’
পাঠ করিয়াছেন, অধিকন্ত ‘সম্ভুতি’ স্থলে
‘অসম্ভুতি’ পাঠ করিয়াছেন। শব্দ ‘অসম্ভুতিকং
অবিনাশকং’ এবং ‘অবিনাশেন মৃত্যুং তীর্ষা’
অসম্ভুত্যা মৃতমশ্রুতে’ পাঠ গ্রহণ করিয়া

ব্যাখ্যান্তর লিখিয়াছেন। মহীধরমতে মন্ত্রের ব্যাখ্যান্তর এইরূপ—

যে উপাসক অবিনাশ বা অব্যাক্তোপাসনা ও সম্ভুতি বা হিরণ্যগর্ভোপাসনা করেন, তিনি অব্যাক্তোপাসনা দ্বারা অনৈর্ঘর্য্য-অর্থ-কাম-প্রভৃতিরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা প্রকৃতি-লয়-রূপ গোপ অমৃত বা মুক্তিলভ করেন। মহীধরচাৰ্য্যের এই ব্যাখ্যা ভ্রমশূন্য নহে, কারণ হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা প্রকৃতি-লয় ফল হইতে পারে না। দশম-মন্ত্রের ভাষ্য স্বয়ং মহীধরই বলিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভোপাসনার অগ্নিমানিলাভ ও অব্যাক্তোপাসনার প্রকৃতি-লয় ঘটে, এখানে তাঁহার নিজের কথায়ই পূর্বাগরবিরোধ হইতেছে। আচার্য্যশঙ্করের ব্যাখ্যান্তরই অসঙ্গত। শঙ্কর বলেন—

যে উপাসক 'অবিনাশ' বা হিরণ্যগর্ভোপাসনা ও 'অসম্ভুতি' বা অব্যাক্তোপাসনার সমুচ্চয়াবস্থান করেন, তিনি অবিনাশ-রূপ হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা (অগ্নিমানিলাভ করিয়া) অনৈর্ঘর্য্যরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, অসম্ভুতি বা অব্যাক্তোপাসনা দ্বারা প্রকৃতি-লয়-রূপ গোপমোক্ষ লাভ করেন। ১১

১২ মন্ত্রে বাহ্যার কৰ্ম করিয়া জীবন বাপন করিতে চায়, তাহাদের ব্রত কৰ্ম ও দেবতাজ্ঞানের সমুচ্চয় প্রতিপাদনার্থে অন্ততরের নিকা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

অদ্বতমঃ শ্রবশতি যেহবিভাসুপাসতে।

ততোভূত্বমিব তমো বউ বিভাস্যং রতাঃ ॥ ১২

বাহ্যার কেবল অবিভা বা অগ্নিহোত্রাদি ব্রজকর্মের সেবা করে, তাহারা অদ্বতমঃ লাভ করে—সংসার পরম্পরা প্রাপ্ত হয়, আর

বাহ্যার শুধু দেবতাজ্ঞানের সেবা করে, বিহিত কর্ম করে না, তাহারা প্রত্যাবারপ্রভ হয়, চিত্তশুদ্ধির অভাবে আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হয় এবং অধিকতর অন্তর্কারে প্রবেশ করে। ১২

১৩ মন্ত্রে সমুচ্চয়বাদের পোষকরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যোপাসনার ফলভেদ দর্শিত হইতেছে। অন্তদেবাহর্গিদ্বারা অন্তদাহরবিদ্যার।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যেনন্তচ্চিত্তম্বিরে ॥ ১৩

বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র (দেবলোকপ্রাপ্তি), অবিদ্যা বা কর্মসেবার ফল স্বতন্ত্র (পিতৃলোকপ্রাপ্তি), এই ফল-পার্থক্য ধীরগণের কাছে শুনিয়াছি, তাহারা আনাদিগের নিকট ইহা বিবৃত করিয়াছেন। ১৩

অতঃপর ঋষি, দেবতাজ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় বা সহায়তানকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন—
বিদ্যাক্ষ অবিদ্যাক্ষ যত্ত্বেন্দোভয়ং সহ।

অবিদ্যায় মৃত্যুং তীৰ্থা বিদ্যায়ামৃতমশ্রুতে ॥ ১৪

যে সাধক বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞান এবং অবিদ্যা বা যজ্ঞাদিকর্ম—একই ব্যক্তির অন্তঃস্থ মনে করেন, তিনি কর্মদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, দেবতাজ্ঞানবলে দেবাত্মতাবরূপ অমৃত প্রাপ্ত হন, আত্মার দেবত্ব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। ১৪

১২শ, ১৩শ, ১৪শ—তিনটিমন্ত্রে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' নামের ব্যবহার হুঁট হয়। মহীধর-শঙ্কর প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধিগণ, 'বিদ্যা' অর্থে এখানে 'আত্মজ্ঞান' বুঝেন না, কারণ এখানে 'সমুচ্চয়' বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম একবৈদগ্ধ্য মুক্তির কারণ—এরূপ সমুচ্চয়বাদ, জ্ঞানবাদিগণ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, কর্ম, জ্ঞানোদয়ের সহায়তা করে, কিন্তু জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ; অতরাং 'বিদ্যা' বলিতে আত্মজ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানও কর্মের সমুচ্চর শ্রুতিবিরুদ্ধ—অথচ এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চর—শ্রুতি স্বয়ং ঘোষণা করিতেছেন; কাজেই কর্মের সহিত বাহার সমুচ্চর সমত, সেই ‘দেবতাজ্ঞান’ বা ‘দেবতা-বিদ্যা’ই এখানে বুঝিতে হইবে। রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সমুচ্চরবাদ স্বীকার করেন। তাঁহারা ‘বিদ্যা’ বলিতে এখানে ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ই বুঝিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রে উপাসক যোগী অন্তকালের প্রার্থনা জানাইতেছেন। যোগী বলিতে—

বায়ুর নিলমমৃতমমেদং ভস্মাতং শরীরম্।

ওঁ ক্রতোশ্বর ক্রিবে অর কৃতং অর। ১৫

এই অন্তকালে আমার প্রাণ বা কর্মজ্ঞান-সংস্কৃত স্থলশরীর বায়ুসমুদ্র প্রাপ্ত হউক—জগৎপ্রাণে স্থানলাভ করুক—উৎক্রান্ত হউক। আর আমার এই স্থলশরীর অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মভাব লাভ করুক। হে ওঙ্কারস্বক অগ্নিরূপ জ্যোতির্ম্বর ব্রহ্ম! হে ক্রতো! হে সঙ্করাস্বক! আমার সমস্ত বাহ্য অঙ্গীয়, তাহাই অর্পণ করুন। কর্মীস্বরূপ—লোক-প্রদানের লভ্য অর্পণ করুন; আর আমার দ্বারা ইহজীবনে যে সকল কার্য্য সম্বন্ধিত হইয়াছে, সেগুলিও অর্পণ করুন। ১৫

আচার্য্য শব্দর ‘ক্রিবে অর’ এই অংশ পাঠ করেন নাই। সুতরাং ভস্মতাহসারে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, ‘কর্মীস্বরূপ, লোক প্রদানের লভ্য অর্পণ করুন’ এই অংশ ত্যাগ করিতে হয়। বাত্সনের সংহিতার ঐ মন্ত্রাংশ দৃষ্ট হয়, সুতরাং শব্দরমতে ব্যাখ্যা করা গেল না।

১৬ মন্ত্রে সাধক অধ্যাত্মক—ব্রহ্মের নিকট

উত্তরমার্গ বা দেবদানগতি প্রার্থনা করিতে—ছেন। উপাসক বলিতেছেন,—

অগ্নে নর সুপথা রায়ে অস্মান্ বিধানি দেব বহুনানি বিধান্। যুবোধাস্রজুহরাগমেণো, ভূরিষ্ঠান্তে নমস্কৃজিঃ বিধেম। ১৬

হে দোতন স্বভাব অগ্নে! অর্থাৎ তেজো-ময় অগ্নিরূপ ব্রহ্ম! আমাদেরিকে কর্মক্ষম-ভোগার্থে সুশোভন দেবদান-পথে লইয়া যান। আপনিই শুভাশুভ তাৎকর্ত্ত্বের ও বিজ্ঞানের জ্ঞাতা ও ত্রুটী। আপনি আমাদেরিগের পাপ-রাশি বিনাশ করুন। আমরা বহুবার আপনাকে নমস্কার করি।

আচার্য্য শব্দর এই ১৬শ মন্ত্রটী ১৮শ বা শেষমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অপর একটি মন্ত্রকে ১৬শ মন্ত্ররূপে স্থাপন করিয়াছেন। সেই ১৬ মন্ত্রটী এই—

পূষলেক্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যুহ রশ্মীন সমুহ ভেজঃ বস্তে রূপঃ কল্যাণতমং তভে পশ্যামি যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।

সাধক বলিতেছেন—হে জগৎপোষণ-সমর্থ পূষণ! হে অদ্বিতীয়-গতিশীল একর্ষে! হে সংলক্ষম যম! হে সংসার-প্রকাশক সূর্য্য! হে প্রাজাপতি-নন্দন! আপনার দীপ্তিময় উত্তম কিরণদ্বারা সংযত করুন—সম্পিণ্ডিত করুন, আমি আপনার মঙ্গলময় রূপ দর্শন করি। আদিত্য মণ্ডলস্থ জ্যোতির্ম্বর পুরুষকে আমি ‘সোহহমস্মি’রূপে দর্শন করি—আম-ভাবে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হই। শব্দর আচার্য্য, মন্ত্রের শেষাংশ অর্থাৎ ‘যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি’র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ‘হে দেব, আমি তোমার কাছে ভূতবৎ প্রার্থনা জানাইতেছি না; আমি সেই আদিত্যমণ্ডলস্থ

ব্যাক্তিশরীর জ্যোতির্ময় পুরুষ'। এই
বাখ্যার তাৎপর্য্য ফুটুকোথা! প্রার্থনাপটু
উপাসকের এত জোর কেন, বুঝা যায় না।

১৭ মন্ত্রে আদিত্যরূপ ব্রহ্মের উপাসনা
প্রদর্শিত হইতেছে—

হিরণ্যেণ পাত্রেণ সত্যস্যানিহিতং মুখম্।
যোহসাবাদিত্যো পুরুষঃ সোহনানহম্। ও
ৎ ব্রহ্ম। ১৭

জ্যোতির্ময় সূর্য্যমণ্ডলরূপ পাত্রদ্বারা সর্বভূ-
মণ্ডলস্থ সত্যস্বরূপ পরম-পুরুষের মুখ বা
শরীর আচ্ছাদিত রহিয়াছে, (তপাপি)
'পরিদৃষ্টমানমণ্ডলস্থ পুরুষ আমিহি'—এইরূপে
(অর্থাৎ রবিমণ্ডলস্থ পুরুষ আয়তন ভাৱে ধারণা
করিয়া) উপাসনা করিবে। শেণে "উদারাস্তক
ব্রহ্ম আকাশবৎ সর্বব্যাপী এবং সেই ব্রহ্মই
আদিত্যপুরুষ-স্বরূপ আমি" এইরূপে উপাসনা
করিবে। ১৭

বাক্সনেরসংহিতার ৪-তম অধ্যায় এই
মন্ত্রেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য
মহীধরও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই লেখনী
সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্য,
শ্রীনারায়ণমুনি ও শ্রীবালাঙ্কর দাস প্রভৃতি
মনীষিবর্গ এখানে বিশ্রাম করেন নাই।
তাঁহারা ঠিক এই মন্ত্রের উপনিষদের সংগ্রহ
করেন নাট, ইহায় সঙ্গ একটা মন্ত্র পঞ্চদশ
মন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মন্ত্রটি এই—
হিরণ্যেণ পাত্রেণ সত্যস্যানিহিতং মুখং
তৎ পুষ্পপারুণ সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

শঙ্কর বলিয়াছেন—পূর্বে যে বলা হইয়াছে,
অবিদ্যা বা কর্মদ্বারা মুক্তা অতিক্রম করিয়া,
বিদ্যা দ্বারা অমৃতলাভ করিবে,—এখানে
সেই অমৃতলাভের দ্বারমার্গ প্রদর্শিত হইতেছে।

আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের উপাসনাকারী সাধক,
অন্তকালে, সত্যস্বরূপ আদিত্যের কাছে
নিজের প্রার্থনার ব্যাচছা করিতেছেন।
সাধক বলিতেছেন,—পুষ্প অর্থাৎ হে সত্য-
স্বরূপ বিশ্বপোষক সূর্য্য! জ্যোতির্ময় আবরণ-
পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রবিমণ্ডলস্থ ব্রহ্মপুরুষের
মুখ বা শর, সত্যধর্ম্ম আমার জন্য উন্মোচন করুন।
অথবা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষের যে তত্ত্ব বা
স্বরূপ আবৃত আছে, আমাদের উপলব্ধির জন্য
তাহা প্রকাশ করুন।

উপনিষদ্ব্যাখ্যাভূ-শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির সহিত
সংহিতাভাষ্যকার মহীধরচার্য্যের ব্যাখ্যার
মাসঙ্গম্য না থাকায় তাঁহারা চিন্তিত হন,
তাঁহারা গনে রাখিবেন, পাঠেতে মন্ত্রভেদ
হওয়ায় ব্যাখ্যাভেদও অসম্ভব নহে। সংহিতার
শেষ অধ্যায় স্বরূপ 'উপনিষদ' সংহিতা হইতে
বিচ্ছিন্ন হইয়াই অল্পভাবে পরিবর্তিত হইল
কেন? ইহার উত্তরে চিরদিনই নীরবতা
অবলম্বন করিতে হইবে!

—ॐ—

শান্তিমন্ত্র।

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণগিৎ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদ্যতে
পূর্ণসা পূর্ণমাদার পূর্ণমেবাবিশিষ্যতে।

উপনিষৎপাঠের প্রথমে ও অবসানে শান্তি-
মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ঈশোপনিষদের শান্তি-
মন্ত্র 'ও পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি। মুক্তিকোপনিষদের
ব্যাখ্যায় সকল বেদের শান্তিমন্ত্র বিবৃত ও
বিচারিত হইবে।

ব্রহ্মার্চনমন্ত্র।

শ্রীকেশরানাথ ভারতীকৃত। সুমতি-
বদ্যাব্যাস সমাপ্ত।

যোগদর্শন-ভাষ্য।

(পূর্বাভ্যুত্তি।)

যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যাঃ—চিত্তবৃত্তি-নিরোধই যোগশাস্ত্রের
একমাত্র উপায়। যোগ কি?

‘সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাশ্রয়নোঃ’

যোগী বাস্তববাদ্য।

জীবাত্মা ও পরমাশ্রয় সংযোগের নাম যোগ।

দক্ষশ্রুতিতে আছে—

“বিষয়েচ্ছিন্নসংযোগাৎ কেচিদযোগং বদন্তি বৈ।

অর্থশ্চৈ ধর্মবুদ্ধ্যা তু গুণী হৈত্তরগণ্ডিতৈঃ॥

আত্মনো মনসশ্চৈব সংযোগস্ত তথাহপরে।

উক্তানামধিকাংস্বৈতে কেবলং যোগবক্তিতাঃ॥

বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজং পরমাশ্রয়নি।

একীকৃত্য বিমুচ্যন্তে যোগোহয়ং মুখ্য উচ্যতে॥”

“কেহ কেহ বলেন—শেষ বিষয়ের সহিত
ননের সংযোগ হইলেই যোগ হয়। অপণ্ডিতগণই
এই অর্থশ্চৈ ধর্মবুদ্ধিতে গ্রহণ করে। কেহ
বলেন—আত্মা ও মনের সংযোগ হইলেই যোগ
হয়। ইহারাও যোগ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত।

মনকে নির্বাসিত দীপের তায় সংকল্প-বিকল্প-
শূন্য করিয়া জীবাত্মা ও পরমাশ্রয়কে এক
করাই মুখ্য যোগ বলিয়া কথিত।”

এই ঐশ্বরের দ্বারা স্পষ্টই বলা হইল যে,
জীবাত্মা ও পরমাশ্রয় সংযোগই যোগ। আর
চিত্তবৃত্তি-নিরোধ উক্ত যোগশাস্ত্রের উপায়;
কারণ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ব্যতীত জীবাত্মা ও পর-
মাশ্রয় সংযোগ হইতে পারে না। এই কথাই

স্পষ্ট করিয়া দক্ষশ্রুতি বলিতেছেন,—“বৃত্তি-
হীনং মনঃকৃত্বা ক্ষেত্রজং পরমাশ্রয়নি—একী-
কৃত্য * *” পূর্বেই বলিয়াছি—যোগ-
শূন্যে অতি সংক্ষেপে, সংক্ষেপে যোগসাধন-
পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আরও সমাধি
দ্বারা উদিত বলিয়া, যোগহীন অতি-
সংক্ষেপেই হইয়াছে। সেইজন্য গুরুমুখে ইহা
জ্ঞানিলে সমস্ত গোলই চূকিয়া যায়। ঋষি
অতি সংক্ষেপে “যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ” বলি-
য়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এসম্বন্ধে অধিক বলা
নিজস্বয়োজন। জীবাত্মার পরমাশ্রয়তে লয়ই
যোগ। ‘সংযোগ’ আর ‘লয়’ এখানে একার্থ-
বাচক। লয়কেই নির্বাণ বলে। এই যোগেরই
নামান্তর ‘নির্বাণ’। এ সম্বন্ধে দক্ষশ্রুতি
বলেন,—“সর্বভাববিনির্মূলক্ষেত্রজং ব্রহ্মণি
তসেৎ” “মনের সংকল্প-বিকল্প নাশ-কেহু
(চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে), জীব সর্ব-
ভাব-মুক্ত হইবে, তৎপরে তাহার ব্রহ্মে লয়
হইবে,” ইহাই যোগ—ইহাই নির্বাণ। কিন্তু
যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন নির্বাণ হইবে
না। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-পূর্বক শরীর-ধারণ-
কাল পর্যন্ত ‘ব্রাহ্মীস্থিতি’ এবং শরীর-ত্যাগে
নির্বাণ। এই সমস্ত কথা পরে বিশেষকণে
পরিষ্কৃত হইবে।

যোগ কয় প্রকার?

যোগ এক প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাশ্রয়
সংযোগই যোগ।

এই যোগ-প্রাপ্তির উপায় কি?

পঞ্চ প্রকার উপায় দ্বারা এই যোগ-লাভ
হয়। পঞ্চ উপায় যথা—(১) লয়যোগ (২)
জ্ঞানযোগ (৩) রাস্তাযোগ (৪) হঠযোগ।
(৫) মন্ত্রযোগ। এই পঞ্চ উপায়ের যে

কোনও উপায় দ্বারা (কে কোন্ যোগের অধিকারী, তাহা শ্রীশঙ্কর নির্দেশ করিয়া দিবেন।) পূর্বোক্ত যোগ-লাভ হয়।

এই পঞ্চ প্রকার উপায়কে 'যোগ' বলে কেন ?

এই গুলি যোগ নহে,—যোগ-লাভের উপায়। তবে এই গুলিকে 'যোগ' বলে এই জন্য যে, এই পঞ্চ উপায়েই উক্ত যোগ লাভ হয়। ইচ্ছায়া যোগাঙ্গ বা যোগ লাভের উপায়-স্বরূপ। এই পঞ্চ উপায়ের মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গ আছে, তাহাদিগকেও যোগ বলে; যথা—যোতি-যোগ, প্রাণায়াম-যোগ, ধ্যান-যোগ, সমাধি-যোগ ইত্যাদি। যোগ-সাধকের সাধন দ্বারা যে একএক অবস্থা-প্রাপ্তি হয়, তাহাদিগকেও যোগ বলে, যথা—সোক্ষযোগ ইত্যাদি। যোগের সাধন দ্বারা যে সমস্ত স্বরূপ-দর্শন হয়, তাহাদিগকেও যোগ বলে, যথা—বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গুলি যোগ নহে। এই সমস্ত যোগ-লাভের উপায় এবং উহা লাভের পূর্বে সাধকের যে সমস্ত অবস্থা-প্রাপ্তি হয়, তাহাই। আরও 'লব্ধ', 'জ্ঞান', 'রাজ', 'হর্ষ', 'মত্ত' ইহাদের সহিত 'যোগ' কথা কেন যুক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ সমস্ত যোগের ব্যাখ্যার সময় বলা যাইবে। প্রকৃত যোগ একই—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ।

উক্ত প্রকার যোগ-লাভের উপায় চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ। এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, পঞ্চ উপায়ের যে কোন উপায় দ্বারা হইতে পারে—অর্থাৎ লয়যোগ দ্বারাও হয়, ধর্মযোগ দ্বারাও হয় ইত্যাদি। তবে কে কোন্ যোগের অধিকারী, শঙ্করদেব তাহা নির্দেশ করিয়া দিবেন। এখন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ কাহাকে বলে, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। এই কথাটা

শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে অতি উত্তমরূপে বলিয়াছেন; যথা;—

“প্রজ্ঞাহাতি যদা কামান্ সর্গান্ পার্থ মনো-
গতান্।” ২।৫৫

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ইহার অল্পকূল। “যদা” অর্থাৎ সমাধিকালে “সর্গান্ মনো-গতান্ কামান্ প্রজ্ঞাহাতি” সর্বম-বিকলান্নাক্ষর হইতে লাভ (এবং বৃত্তি দ্বারা নিশ্চিত) সমস্ত চিত্তবৃত্তি একেবারে বন্ধ হয়। চিত্তবৃত্তির অপর নাম “কাম”; চিত্তবৃত্তি বা কাম-ই বন্ধনের কারণ। প্রথম আদি-উৎপত্তির কথা সংক্ষেপে বলা যাউক। এক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই; সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—“অহং বহুভূতম্” আমি বহু-হইব। কেন ইচ্ছা করিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনি স্বাধীন। (এ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত তথ্য, তাহা সাধন দ্বারা নিজ-বোধ রূপ। তবে জীব-ভাবকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ একটা বলা বাতীত আর উপায় কি?) তখনই এই সংকল্প উৎপন্ন হয়, তখনই স্বপ্রকাশ-চৈতন্ত্যে (অর্থাৎ ব্রহ্মে) সেই সংকল্পের একটা—প্রতিবিম্ব ভাসে। এই প্রতিবিম্বকে ‘হৃদয় বিম্ব’ বলা যাইতে পারে। পুরুষ তখন ঐ বিম্ব দেখিয়া ‘জ্ঞান’ বোধ করেন। ইহাই শোভনাধ্যাস। পরে ঐ বিম্বকে জ্ঞান-বিম্ব দ্বারা তাহার ধ্যান করেন; তাহা হইতে সঙ্গ উৎপন্ন হয়। বিম্ব সঙ্গ হইতেই কাম জন্মে। সেই জন্ম ঐতি, এই সংকল্পময় পুরুষকে বলেন—অথো যদাহঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ। আদি কাম বা আদি-সংকল্পের কথা বলা হইল; তাহা হইলেই কথা হইতেছে—‘চিত্তের যে বৃত্তি উঠে, তাহাই কাম’। এখন

আমাদের মধ্যে কিরূপে বৃত্তি উঠে ? প্রথমে বিষয়-সমূহ (যাহার অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নাই, কেবল আদি সংকল্পের দ্বারা ব্রহ্মে বিশেষ-রূপে অসদরূপে প্রতিবিম্ব-স্বরূপে ভাসিয়াছে ।) ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া চিত্তে পড়ে । চিত্ত একটা স্ট্রোমের স্তায় । বিষয়, চিত্তে পড়িবামাত্র মনের নিকট টেলিগ্রাফ যায় । বাইলেই মন, সংকল্প-বিকল্প ভুলেন ; পরে বৃত্তি সেই বিষয় পাইয়া ভাল-মন্দ বিচার করেন, তৎপরেই চিত্ত সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হয়,—ইহাই চিত্তবৃত্তি ।”

চিত্তবৃত্তির নিঃশেষ-রোধ ব্যতীত আত্মার প্রকাশ হইতে পারে না । ‘জ্ঞান’ অখণ্ডরূপে পরিব্যাপ্ত । কিন্তু এই জ্ঞান গুণ-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া, হুল, হৃদয় ও কারণ শরীরে আবৃত্তি ও প্রসারিত হইতেছে । দেহের আগ্রহ-বহ্য জ্ঞান সৰ্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে—এই সময় ‘অহং ভাব’ও (ইহাও জ্ঞানে প্রকাশ পায়) সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে । ইহার পর ব্রহ্মাবস্থায় জ্ঞান হুল-দেহ হইতে আকৃষ্ট হইয়া হৃদয়-শরীরে অবস্থিতি করে এবং তৎকালে ‘অহং ভাব’ হৃদয়-দেহে প্রবল হয় । পরে সুবৃত্তি—অবস্থায় জ্ঞান হুল ও হৃদয় উভয় শরীর ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া, কারণ-শরীরে অবস্থিতি করে এবং ‘অহং ভাব’ও ক্ষীণ হইয়া জ্ঞানে লীন থাকে । এই জ্ঞান, অন্তঃকরণ-বস্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় বস্ত্র এই উভয় বস্ত্রে আবৃত্তি বা বদ্ধ থাকিয়া আবৃত্তি ও প্রকাশিত হইতেছে—কখন বা অন্তঃকরণ-বস্ত্রে, কখন বা জ্ঞানেন্দ্রিয়-বস্ত্রে । এই বৃত্তিত জ্ঞানের দুই শক্তি,—প্রকাশ করা এবং প্রকাশ হওয়া । জ্ঞানের এই আবৃত্তি ও প্রকাশিত

হওয়া অর্থাৎ এই প্রকার স্পন্দন বদ্ধ না হইলে, আমরা জ্ঞানের অখণ্ডভাবে উপস্থিত হইতে পারিব না । জ্ঞান স্বরূপপ্রকাশ এবং ও অন্তঃস্থ বিষয়াদির প্রকাশক হইয়াও গুণ-শক্তির দ্বারা এরূপ আবৃত্তি যে, উহা-স্পন্দন-স্পন্দিত না হইয়া থাকিতে পারে না । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণ করিয়াই জ্ঞান—সংগত পদার্থে আকৃষ্ট হইতেছে । এই পাচটা আবার গুণশক্তি-রচিত । জ্ঞানও এই গুণ-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া উহাদ্বয় রচিত বিষয় গ্রহণ করিয়া বিকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছে । ইহাতে জ্ঞানের যে প্রকৃত স্বরূপপ্রকাশ ভাব তাহার প্রকাশ হইতেছে না ; কারণ গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরাম না হইলে এই অবস্থা প্রকাশিত হয় না । গুণশক্তির নিঃশেষ-বিরাম হইলে, জ্ঞানের যে নিস্পন্দ স্বরূপপ্রকাশ-ভাব থাকে, তাহাই ‘ব্রহ্ম’ । এই জ্ঞানকে গুণশক্তি-বর্জিত করার সাধনই মনের সংকল্প-বিকল্প রোধ করা । মনের সংকল্প-বিকল্প রোধ হইলেই আর চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইবে না । তাহা হইলে কথা হইতেছে—জ্ঞান গুণশক্তি-বর্জিত হইলেই চিত্তবৃত্তি-রোধ হইবে । পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকার যোগ-সাধনের যে কোনও একটার দ্বারা জ্ঞানকে গুণশক্তি-বর্জিত করিয়া চিত্তবৃত্তি রোধ করা যায় ।

আরও, যোগ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতো-পনিবেদে সাংখ্যযোগের ৪৮ শ্লোকে যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য । ঐ শ্লোক যথা—

যোগস্থঃ কৃৎ কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্যধনঞ্জয় !
সিদ্ধাসিদ্ধ্যাঃ সমোভূত্বা সঙ্গত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥
ব্যাখ্যাঃ—হে ধনঞ্জয় ! “সঙ্গং ত্যক্ত্যধনঞ্জয় !

যোগকর্ম দ্বারা মঙ্গল পরিচালনা করিয়া;
(মঙ্গল পরিচালনা করিলেই সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে
সমজ্ঞান হইবে; তাই বর্ণিতছেন—“সিদ্ধ্যা-
সিদ্ধোঃ সনো ভূম্য”) সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান
করিয়া, তৎপরে ‘যোগস্থঃ (মন্)’ যোগস্থ হইয়া
অর্থাৎ নিত্য-সমাধিতে জগদ্ব্যন করিয়া (ইহার
নাম চৈতন্ত সমাধি) “কর্মানি কুরু” যথা প্রাপ্ত
কর্মগারে স্পন্দিত হও। এখানে জীবমুক্তের
যে রূপে কর্ম হয়, তাহাই বর্ণিত। ইহার
উপরে আবার বিদেহ-মুক্তও আছে। আবার
বিদেহমুক্তির পর নির্মাণ। “সময়ঃ যোগ
উচ্যতে” সাম্যাপ্তা—যেখানে কোন প্রকার
স্পন্দন নাই, তাহাই যোগ অর্থাৎ পূর্বে যে
যোগস্থ হইয়া কর্ম করার কথা বর্ণিত, তাহা
জীবমুক্তের কর্ম, পরে যখন সমস্ত কর্মই
শেষ হয়, যখন সাধক সমস্তজ্ঞান-ভূমিকারও
অতীত হন। যখন বিদেহমুক্ত হন, তখনই
মহাসাম্য ভাব উপস্থিত হয়। ইহাই নির্বিকল্প-
সমাধির শেষ অবস্থা। এই অবস্থার কথা, কথায়
বলা যায় না, ইহা সাধন দ্বারা নিজ গোধ রূপ।
চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-পূর্বক শরীর-ধারণ কাল
পর্যন্ত ‘ব্রাহ্মীস্থিতি’—এবং শরীর-ভ্যাগে
‘নির্মাণ’-লাভের উপায় পাটয়ী। (১) লয়যোগ
(২) জ্ঞানযোগ (৩) রসযোগ (৪) কঠযোগ
(৫) মন্ত্রযোগ। সকলেই কিছু সকল যোগের
অধিকারী নহে। এই পঞ্চবিধ যোগের মধ্যে
সাধক শ্রীভক্তগণের অধিকারানুসারে কোন
একটি যোগ গ্রহণ করিবে। এই পঞ্চবিধ যোগ
মূলতঃ কথাকে বলে, তাহা বলা দাইতেছে:—

(১) লয়যোগ:—সাক্ষাৎ লয়ের সাধন দ্বারা
চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্মাণ
মুক্ত হয়, তাহাকে লয়যোগ বলে। জ্ঞান

ব্যতীত ব্রাহ্মীস্থিতি নাই। এই জ্ঞান লাভের
সাধন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তবৃত্তি-
নিরোধ হইলেই জ্ঞান স্পন্দিত হইতে না
পাইয়া স্বরূপভাবে প্রকাশিত হয়। চিত্তবৃত্তি-
রোধের সাধনসাধনই নির্বিকল্প (বা অসম্প্র-
জ্ঞাত) সমাধি। * যে সাধক প্রথম হইতেই
(অজ্ঞ সাধন না করিয়া) এই নির্বিকল্প-
সমাধি-সাধনে সক্ষম হন, তিনিই লয়যোগী।
এরূপ সাধক অতীব বিরল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের
সুপ্রসিদ্ধ পিষ্য ‘ব্রহ্মসংলক’ প্রাকৃত লয়-
যোগী। তিনি প্রথম হইতেই একেবারে
নির্বিকল্প-সমাধি অভ্যাসে সক্ষম হইয়াছিলেন।

লয়যোগের নিম্নাবস্থা:— যিনি (সাক্ষাৎ)
নির্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে সক্ষম, অথচ
শরীর-ধারণাদির দ্বারা যে প্রতিবন্ধক আনিয়া
পড়িয়াছে, তৎক্ষণাৎ বাধা পাশ, তিনি প্রথমে
ত্রিশক্তির মধ্যে “অবশক্তির দ্বারা উর্দ্ধ শক্তি-
নিপাতন-পূর্বক মধ্যশক্তি উত্তেজিত করা
রূপ” ক্রিয়ার অভ্যাস এবং নবচক্রে শ্রীভক্তগণের
অগ্রসারে মনোময় করিবেন। ইহাই লয়-
যোগের নিম্নাবস্থা। ইহা দ্বারা সমস্ত প্রতি-
বন্ধক দূর হইলে সাক্ষাৎ লয়-যোগ করিতে
সক্ষম হইবেন। সর্বোচ্চ এবং পূর্ণজন্মের
কোনও কারণ বশতঃ সমাধিলয়ে সাধকই লয়-
যোগের সাধক এবং লয়-যোগই সর্বোচ্চকৃত।

[এসম্বন্ধে সমীচেষ্টা ও গুরুবক্তব্যগম্য।]

(২) জ্ঞানযোগ (বৈদান্তিক):— লয়-
যোগে অধিকারীর পক্ষে জ্ঞানযোগ: সাক্ষাৎ
জ্ঞানের (নিচার-রূপ) সাধন দ্বারা চিত্তবৃত্তি-
নিরোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্মাণ) লাভ

* সমাধির কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা
যাইবে।

হয়, তাহার নাম জ্ঞানযোগ। একেবারে যে সাধক নির্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে না পারিলেন, তিনি, প্রথমে বিচার-রূপ সাধনা অবলম্বন করিয়া তাহাতে পরিপক্ব হইলে, তখন নির্বিকল্প সমাধি অভ্যাসের অধিকারী হইবেন। নির্বিকল্প-সমাধি-আরোহণচ্ছুর বিচার—সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা : অনেকে ভাবিতে পারেন—তবে আর কি? যোগের স্মৃষ্টি সাধনার আর প্রয়োজন নাই। বিচারই আমাদের অবলম্বনীয়। তাহার কিন্তু অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিচার অত্যন্ত কঠিন সাধনা। জ্ঞান-যোগে বিচারে নিম্পন্ন হয়—“দেহ কিছুই নহে, উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।” এই বিচার কি সহজ? যে সাধক এইরূপ বিচার-সম্পন্ন, তাহার শরীর যদি শত্রু দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা যায়, তাহা হইলেও তিনি তাহাতে ব্যথা অনুভব করেন না! আর, তোমার আমার কি সেইরূপ বিচার থাকে? পাণ্ডিত্যের বৈশাখ্য এইরূপ বিচার চলিতে পারে, কিন্তু কার্যের পেলায় তাহা কোথায় চলিয়া যায়—ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ! শ্রাণ-সংরোধাদি, বিচার অপেক্ষা অনেক সহজ। জ্ঞান-যোগের দুই অংশ যথা,— (১) সাংখ্য যোগ (২) নিকাম কর্মযোগ।

সাংখ্যযোগঃ—সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া সম্যাস-গ্রহণ-পূর্বক বিচাররূপ সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে। ‘বিচার’রূপ সাধনার সবিশেষ-তত্ত্ব শুদ্ধবক্তৃগণ্য তবে, শ্রীভগবান্ শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের কয়েকটা শ্লোকে এই বিচার-প্রণালীর আংশিক বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭, ১৮, ২০, ২২ শ্লোক এবং পঞ্চম অধ্যায়ের সন্ন্যাসযোগের ১৩, ১৪,

১৫, ১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। [এই শ্লোক কয়টার ব্যাখ্যা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে করিতে হইবে।] বিচারে পরিপক্ব হইলে, শ্রীভগবদেশ অনুসারে ‘শ্রবণ’ ও ‘মনন’ ক্রিয়া অভ্যাস করিবে। সাধনের এই অবস্থার নাম ‘বিচারণা’। ইহাতে পরিপক্ব হইলে ‘নিদিধ্যাসন’ ক্রিয়ার অগ্রষ্ঠান করিবে। শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে কয়েকটা শ্লোকে নিদিধ্যাসনাত্মক অগ্রষ্ঠান বর্ণন করিয়াছেন। [৬ অঃ—১৪, ১৯ শ্লোক ও ২৪, ২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।] সাধকের এই অবস্থার নাম তত্ত্বমানসা। নিদিধ্যাসনে পরিপক্ব হইলে, তবে নির্বিকল্প-সমাধি অভ্যাসে সক্ষম হইবেন। এই নির্বিকল্প-সমাধির প্রাপনা-বহায় শ্রীভগবদ্রূপে মহাবাক্য-বিচার অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাবাক্যার্থ শ্রবণ করিলে জীবব্রহ্মের একতাবোধ, অখণ্ড আত্মার স্বরূপাত্মত্ব এবং কৈবল্য মুক্তিতে অতি সহজে হয়। মহাবাক্য চারিটা, যথা—(১) তত্ত্বমসি (২) অহমিহা তদ্বা (৩) অহং ব্রহ্মস্মি (৪) হ-জ্ঞানমানন্দ ব্রহ্ম। ভাগ্যগুরুগণ দ্বারা (জীবব্রহ্মের একতা দ্রষ্ট) মহাবাক্য-বিচার করিতে হয়, মহাবাক্য-বিচারে নির্বিকল্প সমাধি স্থায়ী হয়। ইহাই সাংখ্যযোগ—ইহাই জ্ঞানযোগের উচ্চাবস্থা। একেবারেই সাংখ্যযোগ গ্রহণে অক্ষম হইলে, জ্ঞানযোগের নিম্নাবস্থা নিকাম-কর্মযোগ—গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে বিশেষ করিয়া ইহার কথা বলিয়াছেন। জ্ঞান-যোগে নিকাম-কর্মযোগ-সাধনার অবস্থার নাম ‘কৃতচ্ছা’। এই জ্ঞানযোগে সাধনের সাতটা অবস্থা আছে; তাহাকে সপ্তজ্ঞানভূমিকা বলে। এই সপ্তজ্ঞানভূমিকার মধ্যেই নিকাম-কর্মযোগ,

বিচার, শ্রীণ, মনন, নিদিধাসন, মহাবাক্য-
বিচার, নির্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে
হইবে। ইহা বাস্তব জ্ঞানযোগীর আরও
সাধন আছে, যথা—যম, নিয়ম, ত্যাগ,
মৌন, দেশ, কাল, আসন, শূলবন্ধ, দেহসামা,
দৃক্‌বৃত্তি, শ্রীণস-যম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান।
সমস্ত জ্ঞান-ভূমিকা এবং জ্ঞানযোগের সমস্ত
সাধনার কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে।

[এ সম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্তৃগম্য।]

(৩) রাজযোগ (পৈদাস্তিকঃ)ঃ—যে সাধক
জ্ঞান যোগ সাধনে অক্ষম, তিনি রাজযোগ
সাধন করিবেন। মানসিক কৌশল অভ্যাস
দ্বারা ইচ্ছাশক্তির দাট্টা সাধন পূর্বক চিত্ত-
বৃত্তিরোধ করিয়া যে যোগ (বা নিক্রীণ) লাভ
করা যায়, তাহার নাম রাজযোগ। রাজযোগ-
প্রণালী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আত্ম-
জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে; দ্বিতীয়ে
আত্মসাক্ষাৎকার ও তদ্বারা জীবাত্মার পরমা-
জ্ঞাতাবে পরিণত হওয়ার কৌশল বর্ণিত
হইয়াছে।

প্রথমভাগ—তিন প্রকরণে বিভক্ত; যথা—

(১) দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবৃত করণ।

(২) পরমাশ্রা। ক্রমপে জীবাত্মরূপে
পরিণত হইলেন, তাহার বিবরণ।

(৩) জীবাত্মা ক্রমপে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত
হইবেন, তাহার বিধি।

পরমাশ্রায় হইতাব রাজযোগ ব্যক্ত করেন।

(১) নিক্রীণ-ভাবে বা নিবৃত্তি-ভাবে (২)
প্রবৃত্তি-ভাবে। ব্রহ্মরূপ হইতে তিনটি নাড়ী
অবতরণ করিয়া লিঙ্গমূলে কুণ্ডলীতে সংযোজিত
হইয়াছে। এই অংশের নাম “সুখুরা-
যম।” পরে উর্দ্ধমুখ হইয়া সেকদণ্ডের মধ্যে

প্রবেশ পূর্বক পুনর্বার ব্রহ্মরূপে পর্বাধিসিত
হইয়াছে। এই অংশের নাম “কুন্তক”-ব্রহ্ম।
সুখুরা যমে প্রবৃত্তিভাবে ও দ্বাদশ বৃত্তির উপর
বিস্তার। কুন্তক-ব্রহ্মে নিবৃত্তি-ভাবে এবং দ্বাদশ
বৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থানের
ক্রিয়া-কৌশলের উপদেশ আছে। আত্মার
নিক্রীণ-ভাবে হইতে যে দ্বাদশবৃত্তি বা আত্মাসের
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—

(১) চিত্ত বা জ্ঞানতন্মাত্রের স্বরূপাকাশ।

(২) বিজ্ঞান বা বুদ্ধি-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৩) জ্ঞান-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৪) প্রজ্ঞা-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৫) শ্রুতি-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৬) চিত্ত-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৭) বাসনা ও কল্পনা-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৮) বিবেচনা-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৯) ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি বা বিচারবৃত্তি-
তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১০) রিপু ও ভাব-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১১) জ্ঞানেন্দ্রিয়-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১২) প্রাকৃতিক এবং ভৌতিক তন্মাত্ররূপ
আত্মাবভাস।

এই দ্বাদশ বৃত্তি সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাহার
সাধন-প্রণালী গুরুবক্তৃগম্য। রাজযোগ মধ্যম।
একেবারেই কিছু সময় চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া
নির্বিকল্প-সমাধি দ্বারা সহজ হয় না, তজ্জন্ত
প্রথমে ক্রম অঙ্গসারে এই দ্বাদশবৃত্তির লয় করিতে
হইবে। ঐ বৃত্তিগুলির লয় হইলে পরে ‘আপনাকে
শূন্য-ভাবনা’রূপে ক্রিয়া দ্বারা সর্ব-বৃত্তি-রোধ-
পূর্বক নির্বিকল্প-সমাধি করিতে হইবে। এই
দ্বাদশ বৃত্তির সম্পূর্ণ ভাবে লয়-সাধন-ক্ষমতা-
প্রাপ্তির জন্য প্রত্যাহার-সাধন করিতে হইবে।

প্রত্যাহার-সাধন হইতে রাজযোগের প্রকৃত
ক্রিয়া আরম্ভ । প্রাণারাম, রাজযোগের পক্ষে
একান্ত প্রয়োজনীয় নহে । তবে প্রত্যাহার
সাধনে একান্ত অক্ষম হইলে, রাজযোগ-
প্রাণালী অহুসারে প্রাণারাম অভ্যাস করিতে
হয় । প্রাণারামের পর প্রত্যাহার, পরে ধ্যান,
তৎপর সন্তোজ্ঞাত-সমাধি । উহার পরিপাকা-
বহার নির্বিকল্প-সমাধির পূর্বেই পূর্কোক্ত দ্বাদশ
বৃত্তির লয় করিতে হইবে । এই নির্বিকল্প-
সমাধিতে নির্লাপ বা ঐশিত্যের রহস্য “আপ-
নাকে শূন্য জ্ঞান করিবে ।” ইহা রাজযোগের
বিশেষ উপদেশ । [সবিশেষ তত্ত্ব শুদ্ধবস্তুরূপ্য]
(৩) হঠযোগঃ—রাজযোগে অনধিকারী
ব্যক্তির পক্ষে হঠযোগ ব্যবস্থা । যিনি মনের
উপর বিশেষ ভাবে আধিপত্য করিতে পারেন,
তিনিই প্রকৃত রাজযোগের অধিকারী, আর
যে মানব দেহসকল, মনের উপর বাহার
আধিপত্য নাই বা যে আধিপত্য করিতে পারে
না,—সেই ব্যক্তিই ত্রুটিবিচারের সহিত
হঠযোগ সাধন করিবে । সেইজন্য হঠযোগ
অধম । শারীরিক কৌশলদির অভ্যাস দ্বারা
ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা সাধনপূর্বক নির্লাপ সমাধি-
দ্বারা চিত্তবৃত্তি-রোধ করিয়া যে যোগ
(বা নির্লাপ) লাভ করা যায়, তাহাকে হঠযোগ
বলে ।

সমস্ত চিত্তবৃত্তি একেবারে বন্ধ করা যায়
না । সেইজন্য অগ্রে বিশেষ বিশেষ বৃত্তিগুলি
জয় করিতে হইবে । এই বিশেষ বিশেষ
বৃত্তিগুলি নবচক্রের এক এক চক্রে অবস্থিত ।
তাহাদিগের নাম যথা ;—

(১) মূলাধার, (পৃথীতত্ব) শুণ—গন্ধ,

জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসিকা, কর্মেন্দ্রিয়—উপস্থ, সর্ব-
গন্ধাদি অমৃতত্ব, এবং রমণাদি-জনিত মনের
মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি এই চক্রেভূত ।

(২) বাহিষ্ঠান (জলতত্ত্ব) :—শুণ—রস,
জ্ঞানেন্দ্রিয়—ক্ৰিহা, কর্মেন্দ্রিয় পায়ু, মধুরাদি
নানাবিধ রসান্বাদন, এবং ত্যাগজনিত মনের
মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি । আরও এই পদ্যের
ছয় দল । এই ছয় দলে,—প্রশয়, অবিদ্বান,
অবজ্ঞা, মুর্ছা, সর্কনাশ, ক্রুরতা এই ছয়
বৃত্তি আছে ।

(৩) মণিপুর (তেজতত্ত্ব) :—শুণ—রূপ,
জ্ঞানেন্দ্রিয়—দৃষ্টি, কর্মেন্দ্রিয়—পাদ, সুন্দরী-
সুন্দর দর্শন, এবং গমনাগমন জনিত মনের
মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি । এই দশ দলে—
লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, ভূষণ, অসুখি, বিষাদ,
বয়স, মোহ, গুণা, ভয়—এই দশ বৃত্তি আছে ।

(৪) অনাহত (বায়ুতত্ত্ব) :—শুণ স্পর্শ,
জ্ঞানেন্দ্রিয়—স্বক, কর্মেন্দ্রিয়—হস্ত, সুকোমল ও
কঠিন স্পর্শন, এবং গ্রহণ-জনিত মনের মুগ্ধতা—
এই সমস্ত বৃত্তি । এই পদ্যের দ্বাদশ দল । এই
দ্বাদশ দলে—আশা, চেষ্টা, মমতা, দম্ব, বিফলতা,
বিবেক, অহংকার, সোলতা, কপটতা, বিতর্ক
এই দ্বাদশ বৃত্তি আছে ।

(৫) বিশুদ্ধ (আকাশতত্ত্ব) :—শুণ-
শব্দ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—কর্ণ, কর্মেন্দ্রিয়—বাক্য
সুসুধুর—বাক্য ও শব্দাদি-শ্রবণ, এবং মনো-
ভাবের অভিব্যক্তি, পরস্পর আলাপাদি-জনিত
মনের মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি । আরও চক্রে
বিশেষ ক্রিয়া আছে । সাহস যে সর্কনা সদস্য
কর্ণের অহুতান করিতেছে, তাহাতে সে বদ্ধ
হইতেছে এবং তাহা হইতে অসদবৃত্তি উদ্ভাসিত
হইতেছে । হঠযোগ বলেন—এই পদ্যে সদস্য

কর্ণের নিয়োগিকা এক প্রকার শক্তি আছে, তাঁহার নাম সদাশিব। মাধন দ্বারা এই শক্তি জয় করিলে, তবে, সদস্য-কর্ণের প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যাইবে।

(৬) ললনা (গুপ্তচক্র) :—ইহার দ্বাদশ দল ; দ্বাদশদলে—শ্রদ্ধা, সন্তোষ, মেহ, দগ্ধ, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সঙ্গ, উর্শি ও শুদ্ধতা এই দ্বাদশটা বৃত্তি আছে।

(৭) আজ্ঞাচক্র (জ্ঞানপদ্ম) :—এই চক্রে কয়েকটি বসে, এই চক্র ভেদ করিতে না পারিলে কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারে ঘাইতে পারে না। সেইজন্য সাধকে এই চক্র ভেদ করিতে হয়। আরও এই পদ্মে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন হয়। এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্তই ত্রিগুণের স্থান। আজ্ঞাচক্র হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সৰ্ব-গুণ, নিম্ন হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত রজোগুণ, এবং তরিয়ে তমোগুণের স্থান। এই চক্রের উপর উঠিতে পারিলেই ত্রিগুণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, ত্রিগুণাতীত হইতে পারা যায়।

(৮) মনঃচক্র (গুপ্তচক্র) :—এই চক্রে মন অবস্থিত। ইহার ছয়টি দল। ইহার এক এক দলে—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আত্মপোষণ, রসোপযোগ ও স্পন্দ এই কয়েকটি বৃত্তি আছে। এই চক্রের কোন দল খেত, কোন দল রক্ত ইত্যাদি। ইহার কারণ, মনে যখন যে গুণ প্রবল হয়, তখন দলগুলি সেই বর্ণে রঞ্জিত হয়। কোন গুণের কোন বর্ণ, তাহা গুরুবক্তৃগম্য।

(৯) মোক্ষচক্র (গুপ্তচক্র) :—ইহার ষোড়শ দল। এক এক দলে ক্রপা, মূহতা, ধৈর্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পদ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়,

ধ্যান, স্থিরতা, গান্ধীর্বা, উত্তম, অক্ষোভ, ঐদার্যা, একাগ্রতা এই কয়েকটি বৃত্তি আছে।

সাধক গুরুপদেশ অনুসারে পতিচক্রে ক্রম অনুসারে প্রাণবায়ু উত্তোলন করিয়া এক এক চক্রে গুরুপদিত সমগ্রানুসারে উক্ত প্রাণবায়ুকে বিশ্রাম করাইয়া ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উঠাইতে থাকিবেন। ইহাতে ক্রমে ক্রমে এক এক দল ও সেই সেই দলের বৃত্তিগুলি রুদ্ধ হইবে। এই নবচক্রস্থিত বৃত্তিগুলি জয় করিতে পারিলেই তবে সর্ব-বৃত্তি-বোধ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। তবে এই চক্রে প্রাণবায়ু উত্তোলন পূর্বক যে ক্রিয়া, তাহা অতীব কঠিন ব্যাপার। ইহার পূর্ব পূর্ব সাধন আয়ত্ত না হইলে একান্ত হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য সর্ব-প্রথমে দৃষ্টকর্ম দ্বারা শরীর শোধন করিতে হইবে। দৃষ্টকর্ম যথা—যৌতি, নেতি, লৌকিকী, বস্তি, জাটক ও কপালভাতি। (গুরুবক্তৃগম্য)। পরে আসনসিদ্ধি ও নড়ী-শোধন করিয়া প্রাণায়াম আরম্ভ করিতে হইবে। প্রাণায়াম অভ্যাস ক্ষুদ্র 'মুদ্রা' অভ্যাস করিতে হয়। কারণ (আসনবদ্ধ হইয়া) মুদ্রা-যোগে প্রাণায়াম করিলে অতি-শীঘ্র প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামের প্রথম অবস্থাতে দশবিধ নাদ ক্রমে শ্রবণগোচর হয়। দশবিধ নাদ যথা—

(১) "চিনিনাঃ"—ইহাতে ক্লান্তি বোধ হয়।
 (২) "চিকিনিদাঃ"—ইহাতে শরীরকম্প,
 (৩) "বটিনাদ"—ইহাতে দুর্দশতা, (৪র্থ) "শঙ্কনাদ"—ইহাতে শিরঃকম্প; (৫ম) "তত্রি-নাদ"—ইহাতে অমৃতস্রাবের অনুভব
 (৬ষ্ঠ) "তালনাদ"—ইহাতে অনুভব
 (৭ম) "বেগুনাদ"—ইহাতে বিজ্ঞান অর্থাৎ

বিশিষ্ট হৃদয়জ্ঞানের প্রকাশ (৮) “মুদগলাদ্য” —ইহাতে বাক্যসিদ্ধি (৯ম) “ভেরী-নাদ” ইহাতে অন্তর্ধানশক্তি ও দিব্যদৃষ্টি (১০ম) “মেঘনাদ” —ইহাতে সাক্ষাৎ অনাদি ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায়। প্রাণায়ামের দ্বিতীয় অবস্থাতে ভেক-গতি হয়। প্রাণায়ামের তৃতীয় অবস্থাতে তুমিত্যাগ। এই সময়ে সমস্ত পার্থিব আকর্ষণের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তুমিত্যাগের পরই আয়াক্রোশিতি দর্শন হয়। প্রাণায়াম-ক্রিয়া শেষ হওয়ার মধ্যেই নবচক্রে প্রাণবায়ু চালনা করা যাউতে পারে। যাক্ষা হটক প্রাণায়াম-প্রত্যাহার সাধন করিতে হইবে। ১০মিনিট ২৮ সেকেন্ড পর্য্যন্ত কুস্তক করিবার শক্তি হইলে প্রত্যাহার সিদ্ধ হয়। পরে ধারণার অধিকারী হওয়া যায়। ২১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড কুস্তক করিবার শক্তি হইলে ধারণা অভ্যাস করা যায়। পরে ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। ধ্যানকালে ৪৩ মিনিট ১২ সেকেন্ড কুস্তক করিতে হয়। ধ্যান তিন প্রকার যথা— ১ম সমিতাধ্যান, ২য় সানন্দধ্যান, ৩য় প্রকৃতি-লয় ধ্যান। সমিতাধ্যান,—কেবল “ও” অথবা কিঞ্চিৎ তমোগুণ-মিশ্রিত সাংখ্যশাস্ত্রের শেষ পঞ্চতত্ত্বের কোন একটা তত্ত্বের ধ্যান করার নাম সমিতাধ্যান। এ অবস্থায় আপন শরীরের অস্তিত্ব অজ্ঞাত হয় না। সানন্দধ্যান:—অজ্ঞ-বোধ হ্রাস হইয়া মন যখন নিজ হৃদয় কারণে বিলীন হয়, তখন তাকে সানন্দ ধ্যান বলে। প্রকৃতির ধ্যান:—শুদ্ধ সঙ্কল্প বা ভাবের ‘অজ্ঞ’ সঙ্কিত ধ্যান করিলে, তাহার নাম প্রকৃতি-লয় ধ্যান। এ অবস্থায় সমস্ত পরার্থই বাস্তব হইয়া আসে। পূর্বোক্ত তিন প্রকার ধ্যানের মধ্যে ‘অজ্ঞ-ভাবের’ কিছু কিছু বোধ থাকিয়া

যায়, কিন্তু যখন ‘অজ্ঞ বুদ্ধি’ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তখনই সমাধির স্বেচ্ছাপাত হয়। ১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড বা ততোধিক কাল কুস্তক করিবার শক্তি হইলে সমাধি-সিদ্ধি হয়। সমাধি দুই প্রকার; যথা— (১) সর্বীজ (২) নির্বীজ। সর্বীজ সমাধিতে পূর্বসংস্কার কেবল বিলীন থাকে মাত্র, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, এজন্য সর্বীজ-সমাধিমান পুরুষকে ঐ সমস্ত সংস্কার রানি পুনঃ জাগ্রত দশায় আনিতে পারে, এবং সে সমাধি আপনা আপনি ভঙ্গ হয়; কিন্তু নির্বীজ সমাধিতে পূর্ব-সংস্কার সমস্তই নষ্ট হয়, এজন্য সমাধিমান পুরুষের সমাধিভঙ্গ হয় না। এই নির্বীজ-সমাধিকালে মনের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়; তখন আত্মা ভিন্ন আর কোন কিছুই বিকাশ থাকে না। এই সময়ের চিরতরে সমস্ত চিন্তাবৃত্তি একেবারে রুদ্ধ হয়। শরীর ধারণ পর্য্যন্ত এই অবস্থায় স্থিতির নামই ত্রাক্ষীস্থিতি। পরে এই অবস্থায় থাকিয়া শরীর ত্যাগে—‘নির্কারণ’ লাভ হয়।

(সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্তৃত্বগম্য)

(ক্রমঃ)

প্রিন্সামসুন্দর গোস্বামী।

অসবর্ণ-বিবাহ কি শাস্ত্র-

১৭৭৭ খ্রিঃ ?

(আলোচনার্থ প্রেরণ।)

অসবর্ণবিবাহ লইয়া বর্তমানে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। একদল ইহার প্রতি

প্রতিকার, সন্দেহ-তত্ত্বনার্থে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দুজাতির শাস্ত্রজ পাঠকবর্গ

‘অতঃপরে’ আর একদল ইহার প্রতি প্রত্যাশা,—
একপক্ষ উহাতে বাধা দিতে চাহেন, অপরপক্ষ
ইহার ‘স্বাগত’ প্রচার করেন। লগ্নতের প্রথাই
এই, সকলে সব সমর্থন করে না, করিতেও
পারে না। শাস্ত্রজ্ঞগণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ ও
সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ
এ বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া
উভয়পক্ষের যুক্তিভাল তেজ করিয়া স্থিরনিদ্ধান্তে
উপনীত হউন। ইহাই আমরা চাই। কেবল
আলোচনায় সঙ্কোচতা করিবার জ্ঞাই এই
প্রবন্ধের অবতারণা।

যদিহারা অসবর্ণবিবাহ অত্যন্ত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ
কেনে কখন, উহারা ফলে হিন্দু নষ্ট হইবে,
হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে—ভাবেন, তাঁহাদের
প্রতি অসবর্ণবিবাহ-সমর্থনকারিগণের বক্তব্য
এই যে, “অসবর্ণবিবাহের কথা শাস্ত্রে বহুস্থানে
দেখা যায়—

ধর্মশাস্ত্রে আছে—শূদ্রোব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সাচ
স্যাচ বিশমুখ্যে, তে চ স্যাঠেব স্যাজন্ত তাসচ
স্যাচাগ্রজমনঃ” শূদ্র, শূদ্র-কন্যা বিবাহ করিবে,
কজ্রি, কজ্রিয়কন্যা, বৈশ্র, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা
বিবাহ করিতে পারে—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকন্যা,
বৈশ্রকন্যা ও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারে।
তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকন্যা-বিবাহ প্রশস্ত
নহে, শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণের জী হইলে, সে সহধর্মিণী
হইবে না, রতিবন্ধিনী মাত্র হইবে, একপ
কথাও গাফিলতায় বলিয়াছেন। একই ব্যক্তির
যদি ত্রিবিধ বর্ণের ২।৩ জী থাকেন, তবে বর্ণ-
শ্রেষ্ঠতা অনুসারে তাঁহাদের সন্মান হইবে, একপ

অথবা যে কোনও যোগ্যব্যক্তি নাতিবৃত্ত প্রবন্ধে
সংশয়নিবাসে প্রেরিত পাইলে সাদরে ঐ
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। বি: পঃ নঃ।

উল্লেখও শাস্ত্রে আছে। স্বামীস্বামী সর্বদা জী
ধর্মকার্যে সহায়তা করিবে, অসবর্ণা জী সর্বদা
এই প্রাধিকারে আপত্তি করিতে পারিবে না,
ইহাও ধর্মশাস্ত্রেই দেখা যায়। এগুলি কি অস-
বর্ণবিবাহের প্রমাণ নয়? ব্রাহ্মণ, কজ্রিয়-
বৈশ্রের কন্যা বিবাহ করিলে, অহলোম বিবাহ
হয়, কিন্তু কজ্রিয় যদি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ
করে, তবে সেই বিবাহ অতিশোম-বিবাহ।
অতিশোম-বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সম্ভাব্যত
ওড়ি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে অহলোম-
বিবাহের দৃষ্টান্ত আছেই, অধিকন্তু নিষিদ্ধ
অতিশোম-বিবাহের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।
রাজা যশোবন্ত, ব্রাহ্মণহিতা দেখানির পানি-
গ্রহণ করেন, ইহাও সকলেই জানেন। এই
বিবাহ অতিশোম-বিবাহ। কজ্রিয়-রাজা শাস্ত্রমু-
খ্য-কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন, ব্রাহ্মণ
বিশিষ্ট অক্ষয়লা অক্ষয়তীর পানিগ্রহণ করেন।
কবি মনুপাল ইন্দ্র-জাতীয়া সারস্বতীকে জীকপে-
গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সৌভরি, কজ্রিয়-রাজার
কতিপয় কন্যা বিবাহ করেন—অহলোম বিবাহের
এইসব উল্লেখ দৃষ্টান্তের সংবাদ ত সকলেই
জানেন। অসবর্ণবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ত নহেই,
বরঞ্চ সমধিক শাস্ত্রসম্মত। অসবর্ণবিবাহে অস-
বর্ণ সমাজ ভাঙে নাই, এখন ভাঙিবে কেন? স্বাধীন
হিন্দু রাজ্যে নেপালে, অসবর্ণ-হিন্দু মধ্যে অসবর্ণ-
বিবাহ প্রচলিত আছে। তথাকার হিন্দুসমাজে
অসবর্ণবিবাহের জন্য কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই ত।
অসবর্ণবিবাহ আমাদের মধ্যে কখনই না থাকার
আমরা উদ্ধাকে আশঙ্কায় চ’খে দেখি, সে কেবল
অনভ্যাসদোষে! বস্তুতঃ উদ্ধাকে অনিষ্টকর
নাই, উদ্ধার দ্বারা সমাজের অঙ্গ হইবে এবং
কন্যা দায় সমস্ত স্বামীমাংসা হইবে।”

অসবর্ণবিবাহের বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, “ঐ সকল শাস্ত্রীর দৃষ্টান্ত বা প্রমাণের দ্বারা বর্তমান-কালে অসবর্ণবিবাহ সম্ভব বলিয়া বুঝা যায় না। প্রাচীনকালে ঐক্য বিবাহের কলে অল্পোমজ-প্রতিলোমজ-সকীর্ণ-জাতিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল। তৎপরে প্রয়োজন না থাকায় শাস্ত্রকারগণ উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। আদিপুরাণে কতকগুলি কাব্য কলিকালে নিবদ্ধ বলিয়া ধোঁষা করা হইয়াছে। ঐখানে অশ্বমেধ, গোপশব্দ, নিরোগধর্ম পুত্রোৎপাদন প্রভৃতির নিবেদন করা হইয়াছে। উহার মধ্যেই ‘কন্তানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ বিজাতিভিঃ’ আছে, অর্থাৎ অসবর্ণী কন্তাকে বিবাহ করণও বিজ্ঞগণের পক্ষে অকর্তব্য;—একথা ঐখানেই বলা হইয়াছে। সুতরাং নেপালের শূত্র ও শূত্রবৎ পতিত ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে অসবর্ণবিবাহ থাকিলেও শিক্ত সনাতন ভারতীয় হিন্দু-জৈবাবিক সমাজে উহা থাকিতে পারে না। এখন আর অল্পোমজ-প্রতিলোমজ-সকীর্ণ-জাতির আবির্ভাবের প্রয়োজন নাই, সুতরাং পুরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি নিরর্থক। আর্বসমাজে তৎপরের প্রভাবে সর্বত্র সমস্যার মীমাংসা হইত। এখন সে তৎপরা কোথায়? অসবর্ণ-বিবাহ ত অধুনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, পক্ষান্তরে যে সর্ব কাব্য শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহার ব্যবস্থা করিলেই কন্তাদারসমস্যার মীমাংসা হয়। ঐক্যের দ্বাষ্টীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্চনদ—প্রভৃতি শাখার মধ্যে আদান প্রদান শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কালহের বজ্র, দক্ষিণরাষ্ট্রীয়, উত্তররাষ্ট্রীয় প্রভৃতি শাখার মধ্যে আদান প্রদান শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। এইসব শাস্ত্রসম্মত সংকার প্রচল করিলেই সমাজে যে গোল চুকিয়া যায়, তাহারি জন্ত

কলিতে অবৈধ অসবর্ণবিবাহের আয়োজন কেন? অসবর্ণবিবাহ সম্বন্ধকারক ও পাতিভাজনক।”

অসবর্ণ বিবাহের সমর্থকগণ বলেন—“ধর্ম-শাস্ত্রে—স্মৃতি-সংহিতার অসবর্ণবিবাহের নিষেধ নাই, মহাপুরাণেও নাই। আদিপুরাণের প্রমাণ স্মৃতিবিরুদ্ধ বিধায় অপ্রমাণ। শাস্ত্রে আছে—প্রতিস্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃষ্টতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণং ত্রাৎ ধরোবৈধে স্মৃতিবরা। প্রতির সহিত স্মৃতিপুরাণের বিরোধ হইলে প্রতিপ্রমাণ বলবৎ হয়, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ হইলে, স্মৃতি-প্রমাণ বলবৎ হয়। আদিপুরাণ অপেক্ষা স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল, সুতরাং অসবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। অসবর্ণবিবাহ দ্বারা হিন্দুধর্মের ধ্বংসোদ্ভূততার প্রতীকার হইতে পারে। একই জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে দানাদান প্রচলিত হইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বাহারা হিন্দুজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা অসবর্ণবিবাহ সমর্থন না করিয়া পারিবেন না। বাহাতে হিন্দুজাতি ধ্বংসকর হইতে রক্ষা পায়, সেই হিতকর অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।”

উত্তরপক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে বলা হইল। এখন সমাজের হিতকাঙ্ক্ষী মনীষিবর্গকে অসবর্ণবিবাহের উপকারিতা এবং অপকারিতার আলোচনা ও অবধারণ করিতে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ইতি।

বিরুদ্ধবাদিগণ সামাজিক

গোময়ের পবিত্রতা ও উপকারিতা।

(১)

মঙ্গলময়ের মঙ্গল-বিধানাবলী সম্বন্ধে হিন্দু-চিত্তে চিন্তা করিলে ধারণা হয় যে, স্থূলবুদ্ভি মানসগণ যে সকল পদার্থকে অতিভুজ ও স্থপার্শ্ব শাসিতা মনে করেন, শিবদাতা খাতা, সেই সব বস্তুতেই মানবের মঙ্গলকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ভারতে গোষ্ঠাতির উৎস দেবর আরোপকারী, আৰ্য্যবংশধরগণের মধ্যে গোপালন সম্বন্ধে যেরূপ অনাদর দৃষ্ট হয়, অন্তদেশস্থ গোখাদক জাতি সমূহের মধ্যেও সেরূপ পারিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এই গোফুল আমাদের কত উপকারী—তাহা বর্ণনাভীত বলিলেও অত্যাতি হয় না। অমৃতোপম গোহৃৎ ও তজ্জাত ভক্ষ্য-নিচয় কিবা গোজাতির শ্রম-জাত শস্য-সম্পদের কথা ত দূরে, এমন কি, গোময় অর্থাৎ গোবিষ্ঠা পর্য্যন্তও যে আমাদের স্বাস্থ্যসাধক ও পবিত্রতাদায়ক, তাহাতে সংশয় নাই। যাহারা ফলমূলশী হইয়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাশ্যের সম্রাট ছিলেন, যাহারা কুর্জরকোণে বসিয়া সমগ্র সংসারের জাতব্য-বিষয়চর করামলকবৎ দেখিতেন, সেই আৰ্য্য ঋষিগণ-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র, গোময়েরও মহিমা প্রচার করিয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, বিধানসমুদী-ব্রতে কাক্তনমাসে যবমাত্র গোময় ভক্ষণ বিধেয়। ইহাতে বোধ হয় গোময় পবিত্র।

ঋষি জাবাল বলেন—

“কেশকীটাবপন্নক জীভিঃ স্পৃষ্টঃ তথৈবচ,
খোদ্যকাশ্চঙ্গসংস্পৃষ্টঃ পক্ষগণ্ডেন শুধ্যতি।”

অর্থাৎ কেশ ও কীটবৃত্ত, শূজা জী কৰ্কক স্পৃষ্ট, কুকুর স্পৃষ্ট, ঋতুমতী ও শূদ্র-সংস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলে যে পাপ হয়, পক্ষগণ্ডা সেবনে তাহা বিদূরিত হয়। পক্ষগণ্ডার মধ্যে গোময় আছে। দধি, দুগ্ধ, সূত, গোময়, গোমুত্র পক্ষগণ্ডা।

মহর্ষি হারীত বলেন—

“মৎস্যাকটকশব্দক-শব্দশুভি-কপর্দিকান্,
পীত্বা নবোদককট্টকং পক্ষগণ্ডেন শুধ্যতি।”

অর্থাৎ—মৎস্যের কটক, শব্দক, শব্দ, শুভি (কিছুক) কপর্দিক (কড়ি) ও নবোদক পান করিলে যে পাপ হয়, পক্ষগণ্ডা-সেবনে তাহার নশ হয়।

অসিরা বলেন—

“যন্ত চাণ্ডাল-সংস্পৃষ্টঃ পিবেত্যায়মকামতঃ।
সতু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধার্থমাত্মনঃ॥”

অর্থ যথা—যে ব্যক্তি অনিচ্ছাপূর্বক চাণ্ডাল-সংস্পৃষ্ট মল পান করে, সে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য কষ্ট সাধ্য সান্তপনব্রত আচরণ করিবে। সান্তপনব্রতে গোময় ভক্ষণ করিতে হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

“কুশোদকঞ্চ গোক্ষীরং দধিমুত্রং শরদস্যতম্।
প্রাশাপরেহক্ষুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরন্॥”

কুশোদক, গোহৃৎ, গব্য দধি, গোমিষ্টা ও গব্যসূত একত্র ভক্ষণ করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে,—ইহার নাম সান্তপন। যে শ্রীনারায়ণ-শিলা গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, সর্ব্ব অন্তত বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীনারায়ণ-শিলায় অতিষেক কার্যে গোময় একটী পধান ও প্রথম প্রয়োজনীয় জব্য। ইহা ছাড়াও বহুল কার্যে ব্যবহৃত হইয়া গোময়, দেশের পবিত্রতা ও স্বাস্থ্য প্রদান করিতেছে। শাস্ত্রে, যে কোন মাদলিক কার্য ও

দেখাউনাদির স্থান পবিত্র ও পরিস্কৃত করিবার জন্য গোময়োপলপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে । গৃহাদির দুর্গন্ধ নিবারণ ও পরিচ্ছন্নতা সাধন-জন্য গোময়ের—দৈনন্দিন বহুল ব্যবহার প্রচলিত আছে । সমস্ত গোময়োপলিপ্ত স্থান দর্শন করিলে মনে পবিত্রতা আসে । গোময়ের একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে, যে কোন আর্দ্রস্থান—যাহা একদিনেও শুষ্ক হওয়া কঠিন—সেইস্থান গোময়োপলিপ্ত হইলে, এক প্রহরের পূর্বেই ভালরূপ শুষ্ক হয় খরশাঙ্গে গোময়ের পবিত্রতা প্রাপক বহু প্রমাণ রহিয়াছে, যাহা উদ্ধৃত করিলে, বৃহৎকার গ্রাণ্ডে পরিণত হয়, বাহ্যলভয়ে সে সমস্ত পরিত্যক্ত হইল । বঁাহারা খণ্ডগণের জ্ঞানগাভীর্ষ্য ও অনৌকিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস করেন, তাহারা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দ্বারা ই বুঝিতে পারিবেন যে, গোময় একটা পবিত্র দ্রব্য । আয়ুর্বেদে, গোময়ের উপকারিতা বিষয়ে বাহা প্রচার করেন, তাহাও প্রমাণ-যোগ্য । প্রাচীন গ্রন্থ সুশ্রুতসংহিতার চিকিৎসিত স্থানে নবম অধ্যায়ে, কুষ্ঠচিকিৎসিতে ‘মহানীল’ নামক বৃত্তপাক-বিধানে উক্ত হইয়াছে ; ‘শকুদ্রস দধিকীরং মুক্তানাম্ পৃথগাটকম্’ ইত্যাদি । শকুদ্রস শব্দে গোময়রসকে বুঝাইতেছে, যথা “শকুদ্রসো গোময়রসঃ” ইতি “পরিভাষা-প্রদীপে” । উপরিলিখিত প্রোক্ষাংশের অর্থ এই যে, গোময় রস ১৬ সের, দধি ১৬ বোল-সেরও তঞ্চ বোলসের—একত্রিত এই সমস্ত দ্রব্য “মহানীল” নামক বৃত্তজালে প্রয়োজনীয় । এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে গোময়-রসই প্রথমে কথিত হইয়াছে ।

সুশ্রুতসংহিতার মহাকুষ্ঠ-চিকিৎসিতাতিথ দশমাধ্যায়ে আছে—“গোশকুস্ত তুতান্য বা

যবানাং শকুনু কারয়িষ্য পারমেৎ” গাতীকে ভরুপাট্ যব খাওয়াইলে তাহার বিষ্ঠার সঞ্চিত যে অপরিপক যব নিপতিত হইবে, তাহা দ্বারা শকু (ছাতু) প্রস্তুত করিয়া, ওষধাদির রূপসহ পান করাইলে রোগী নিরাময় হইবে । এই কুষ্ঠচিকিৎসিতে আরও দেখা যায়—“গোময়-মৃদাবলিপ্তমবকীর্ষেদ্ধনৈর্গোময়মিশ্রৈরাদীপয়েৎ যথাস্ত দহ্ম-মানস্য রসঃ প্রবত্যথস্তাৎ” । ইত্যাদি । উদ্ধৃতাংশের অর্থ যথা—কলসকে গোময়-মিশ্র-মুত্তিকা দ্বারা অবলিপ্ত করিয়া বৃক্ষের মূলদেশ ছেদন পূর্বক মৃত্তিকার নিম্নে স্থাপিত করিবে, তৎপরে গোময়মিশ্র ইন্ধন (কাঠ) দ্বারা খদির-বৃক্ষের চারিদিকে সেইরূপে আগাইয়া দিবে, যাহাতে বৃক্ষস্থ সমস্ত রস নিগলিত হইয়া নিরস কলসটার মধ্যে নিপতিত হয় । ইহা কুষ্ঠের একটা শ্রেষ্ঠ ওষধ ।

কুষ্ঠরোগাধিকারে “সোমরাজী তৈল”-পাকে গোময়ের প্রয়োজন । তৈলস্বভাববলীতে আছে—আকন্দ, শেতকরবী, ছাতিমছাল ও গোময় ইত্যাদি দ্রব্য “সোমরাজী তৈলের” কক—পাকে প্রয়োজনীয় । কুষ্ঠরোগোক্ত “মরীচাদি তৈলে” গোময় প্রয়োজনীয়, প্রমাণ যথা—“শকুদ্রসঃ বিশালা” ইত্যাদি “তৈলস্বভাব-রত্নাবলী” । অর্থ যথা—গোময়-রস ও রাখালশসার রস ইত্যাদি দ্বারা তৈলপাক-বিধানমত কটু (সর্ষপ) তৈল পাক করিতে হইবে । “বৃহস্পতী-চাদি তৈলে”ও গোময় প্রয়োজনীয়—প্রমাণ যথা—“মরিচং ত্রিভূতা দত্তী কীরমার্কং শকুদ্রসঃ” ইত্যাদি তৈলস্বভাববলী । উদ্ধৃতাংশের অর্থ যথা—গোলমরিচ, তেউড়ী, দত্তী, আকন্দের আটা ও গোময়রস ইত্যাদি দ্বারা তৈলপাক-বিধানে উক্ত তৈলটা পাক করিবে ।

কন্দর্পদায় তৈলেণ গোময়ের প্রয়োজন। গোময়, আকন্দ ও সজিগাহের পত্র ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা উক্ত তৈলটির পাক করিতে হয়। এই সকল তৈলের উপকারিতার সীমা নাই, সুতরাং গোময়ের উপকারিতাও অসাধারণ।

বাতরক্তরোগ-চিকিৎসাতেও গোময় প্রয়োজনীয়; যথা,—

“শারিবেষে সপ্তপর্ণা গোময়স্ত রসস্তথা” ইত্যাদি—“মহাক্রমশুভ্রুচী তৈল”-পাক বিধান “ভৈষজ্যসম্মেলনী”। সংস্কৃতভাষ্যের অর্থ এই যে, অনন্তমূল, শ্যামালতা, ছাতিমছাল ও গোময়-রস ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈলের উপকারিতা অসীম। কুষ্ঠরোগের ভায় নিকনীর, বস্ত্রণালয়ক ব্যাধি আর নাই। এই রোগের গোময় একটী প্রয়োজনীয় ভেষজ। শুকগোময়কে করীষ বলে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধানি প্রস্তুত করিবার জন্য (শৌহাদি ধাতুকে ভেষজরূপে ব্যবহার করিতে) করীষ (শুক গোময়) দ্বারা বহু পুট (পোড়) দিতে হয়। অনেকই অবগত আছেন যে, প্রীহা অথবা বকৃৎ বর্জিত হইলে গোময় উত্তম করিয়া পীড়াহায়ে খেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

বেতবর্ণ—মধু—গোমরোপলেপনে বসন্ত-রোগীর গাত্রচিরু নষ্ট হয়। গোময়ের বিষনাশকতা প্রত্যক্ষ; কোনও স্থানে “এড়াবিষ” লাগিলে সেইস্থান ক্ষীত ও বেদনাবৃত্ত হয়। যদি “এড়াবিষ” বৃত্ত স্থানে সজোগোময় দেওয়া যায়, তবে রোগের আশঙ্কা থাকে না। গোময় উৎকৃষ্ট সার। অতএব দেখা বাইতেছে, গোময়ের ভায় উপকারী দ্রব্য আমাদের গৃহ কন্ডই আছে।

ঐতিহাসিক বন্দোপাধার কাব্যতীর্থ।

সংস্কৃতশিক্ষক, সন্নিধনী বিদ্যালয়,
বশোহর।

মুনিবংশ।

(৩)

অঙ্গিরাবংশ।

(মহাভারত ৩২১৭।২)

অঙ্গীর তৃতীয়পুত্রের নাম মহর্ষি অঙ্গির। (১) মহর্ষির শুভা নারী (২) সহস্রর্ষিপীর গর্ভে বৃহস্পতির জন্ম হয়। বৃহস্পতি (বৃহৎ+পতি) দেবগণের পুরোহিত বলিয়া ‘দেবগুরু’ বা ‘গুরু’ উপাধি প্রাপ্ত হইরাছেন। (৩) কিন্তু দেবকার্য-সাধনার্থে অরুণক বৃহস্পতি দৈত্য গুরু গুরু আচাৰ্য্যের রূপ-ধারণে দৈত্য-গণকে কুনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। (৪)

বেদ-মতে (ঋঃ ৪।৫০।৪) পরমব্যোমে মহঃ জ্যোতি হইতে বৃহস্পতি প্রথম জন্ম গ্রহণ করেন। (৫)

বেদে (৪।৪০।১) বৃহস্পতিকে আদিত্য (অঙ্গিরার অপত্য) বলা হইরাছে।

বেদে (৮।৬৩।৪) বৃহস্পতি আক্ষ’ (ক্ষয়-সপ্তর্ষিমণ্ডল—পুত্র) নামে অভিহিত হই-রাছেন। (৬)

(১) অঙ্গির। সপ্তর্ষি মণ্ডলের (The great Bear) বৃহত্তম তারার অধিষ্ঠিত আছেন।

(২) বিষ্ণুপুরাণ (১।৮) ও হরিবংশের (৩।৪২) মতে:—অনিলস্য শিব্য ভাৰ্গব্য তন্ম্যাঃ পুত্রোমনোজবঃ।

(৩) গুরু: কু গীপতৌ শ্রেষ্ঠে.....

(৪) অতি প্রাচীনকালে প্রভাতী তারা (শুকগ্রহ) ‘বৃহস্পতি গ্রহ’ বলিয়া কিছুদিন গৃহীত ছিল।

(৫) বৃহস্পতিঃ প্রথমঃজায়মানঃ মহঃ জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন।

(৬) পুরাণ-মতে বৃহস্পতি চিত্রশিখতিঙ্গ

বেদে (২২৬৩) বৃহস্পতিকে “দেবানাম পিতরম্” অর্থাৎ দেবগণের পিতা—বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

বেদমতে (১।৪০৮; ১০।৫০২) বজ্রধর বৃহস্পতি রণে অঙ্গের।

বেদমতে (২২৪৮; ১০।১৮২৩) বৃহস্পতি অমৃত-ক্ষিপ্ত ধনু ধারণ করেন।

বেদমতে (৭।৯৮।৭) বৃহস্পতি ঋতুগধর।

বেদমতে (২।২৩১) বৃহস্পতি “গণানাং গণপতিঃ” অর্থাৎ দেবসেনার নায়ক। (৭)

বেদমতে (২।২৩২) বৃহস্পতি “ব্রহ্মণাম্ জনিতা” অর্থাৎ বেদমন্ত্রের জননিতা। এবং তিনি ব্রহ্মণস্পতি নাম ধারণ করেন।

বেদমতে (২।২৭১) বৃহস্পতি “স্রোষ্ঠ-রাজঃ” অর্থাৎ রাজশ্রেষ্ঠ বা সম্রাট।

বেদমতে (৭।৯৭।৩) বৃহস্পতি ‘ইন্দ্র’ নাম ধারণ করেন। (৮)

বৃহস্পতির পরী চান্দ্রমণীর গর্ভে শংখ জন্ম গ্রহণ করেন।

(চিদ্ৰশিখণ্ডীর—পুত্র) নাম ধারণ করেন যথা—স্রীবঃ আঙ্গীরসঃ বাচস্পতিঃ চিদ্ৰ-শিখণ্ডিজঃ।

Jupiter was hurtured by He-like who was made the Great Bear.

(৭) গণেশবীজম্ তম্ ইমম্ গুরোঃ মমম্ প্রকীৰ্ত্তিতম্। কালিকাপুরাণ

(৮) ইন্দ্র কোন ব্যক্তি-বিশেষ নহে; যে দেবতা বা অস্তুর বর্গের সিংহাসন অধিকার করেন, তিনি ‘ইন্দ্র’ উপাধি গ্রহণ করেন। ইন্দ্রের এই লাব তত্ত্ব গ্রহণ না করিয়া, যুরোপীয় পণ্ডিতগণ অকুল পাথারে পড়িয়াছেন:—

“He (Brihaspati) is also in some of his attributes is identical Indra, al though with some inconsistency he is spoken of as

ভরবাঙ্গ।

শংখুর পরী সত্যাদেবীর গর্ভে ভরবাঙ্গের জন্ম হয়। (৯) ভরবাঙ্গ মহর্ষি বাস্পীকির শিষ্য ছিলেন। যে উত্তরবাহিনী তমসা নদী (the Tons) গঙ্গাগের দূর—পূর্বে গঙ্গার পতিত হইয়াছে, একথা সেই ক্ষুদ্র তমসার তীরে শিষ্য ভরবাঙ্গ, আচার্যের কলস ও বকলতার লইয়া সানার্থী মহর্ষির অঙ্গুগমন করিয়াছিলেন। এবং মহর্ষি ক্রৌঞ্চ-বন-দর্শনে শোকাক্ত হইয়া “পাদবন্ধ অক্ষরসম তস্ত্রীলর-সমযিত শ্লোক” উচ্চারণে নিষাদকে ভৎসনা করিলে, এই তীক্ষ্ণবী শিষ্য “এই পদ্ম যশোলাভ করিবে” বলিয়া আচার্যকে উৎসাহিত করিয়া-ছিলেন। ইতিহাসে ক্ষুদ্র তমসা অমরত্ব লাভ করিয়াছে এবং ভাবী হিন্দুকবিসমাজে এই ক্ষুদ্রনদী পরমতীর্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রয়াগে ভরবাঙ্গের আশ্রম বর্তমান আছে।

মহর্ষি ভরবাঙ্গ “অব্রজ-প্রধান” ছিলেন এবং ঋষি অগ্নিবংশ তাঁহার শিষ্য শিষ্য ছিলেন।

ভরবাঙ্গের তার্যার নাম বীরা। ইনি ‘বীর’ নামে পুত্র প্রসব করেন।

ভরবাঙ্গ-হুহিতা দেববর্গিনী মহর্ষি পুল-স্তোর পুত্র বিশ্রবাকে বরণ করেন এবং ধনাধিপ কুবের-দেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

আদিপর্ব্বমতে গঙ্গাবাহারে অঙ্গুরা স্ত্রা-টীকে দধিরা দ্রোণ—কলস মধ্যে ভরবাঙ্গের এক বীর পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম দ্রোণ।

distinct from although associated with him : but this may be a misconception of the Scholiast”

Wilson.

(৯) সত্যাতরে বৃহস্পতির ঔরসে এবং বৃহস্পতির স্রোষ্ঠপ্রাতা উত্তমোর তার্যার মমতা-দেবীর গর্ভে ভরবাঙ্গের জন্ম হয়।

মহর্ষি ভরদ্বাজ বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের
সপ্তর্ষি-মণ্ডলের (কাশ্মীর মণ্ডল—Cassio-
peia) অন্ততম তারার অধিষ্ঠিত আছেন। (১০)

দ্রোণ আচার্য্য।

দ্রোণ, পিতৃশিষ্য অগ্নিবেশ আধির নিকট
ধনুর্বিজ্ঞা শিক্ষা করেন। দ্রোণ, ক্রপদ-রাজ-
পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অধিরথপুত্র কর্ণ এবং পাণ্ডু-
তনয় অর্জুন আদি ভাঁড়ার সমকালীন রাজকু-
পুত্রগণকে ধনুর্কৌশল শিক্ষা দিয়া ‘শুক দ্রোণ’
নামে সুবিখ্যাত হইয়া ছিলেন।

দ্রোণের মধ্যস্থিनी রূপী অশ্বখামাকে পূজা
লাভ করেন।

দ্রোণ আচার্য্য কুরুক্ষেত্রের বিরাট সমরে
ভীষ্মের পরে দিনচতুষ্টয় কুরুসৈন্য চাণা-
করিয়াছিলেন।

শুক দ্রোণের রথধ্বজে ধনু, স্বর্ণ কমণ্ডলু
ও বেদি শোভা পাইত।

শুকর যে অদ্ভুততম (১১) দীপ্তিমান
কবচ ছিল, তাহা অস্ত্রশস্ত্রের অভেদ্য। জয়জয়-
নকর্ষণে শুক সেই কবচ হর্বোথনের শরীতে
বন্ধন করিয়া দিলেন।

প্রিয়পুত্র অশ্বখামার নিধনের কবিত্ত
বার্তা রণক্ষেত্রে প্রবশে শুক দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ
করিয়াছিলেন। অবসর পাইয়া শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন
পিতৃরাজ্যাপহারক দ্রোণের নিরশ্বেদন করি-
লেন। (১২)

(১০) বশিষ্ট: কাশ্মপ: অথ অজি:
জমদগ্নি: সর্গোভম:, বিখ্যাজি: ভরদ্বাজ: সপ্ত
সপ্তর্ষয়: অভবন্ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৩৩

(১১) “The wing of the
Euphrateare Archer has become
the “martial cloak” of the Ptole-
maic figure.” (Brown)

(১২) অর্জুন, ক্রপদরাজকে রণে পরাজিত

মরণান্তে “দ্রোণাচার্য্য আকাশপথ অতিক্রম
করিয়া ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হই-
লেন”। (১৩)

বস্তুতঃ দ্রোণ অগ্নিরাকুল-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্পতির
দেহে প্রবেশ করিলেন ১৪)

তারাদর্শক।

রিপগপন্নী, বশোহর।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-দ্বন্দ্ব।

১। ‘প্রবৃত্তি’ ‘নিবৃত্তি’ নামে দুইটা বস্তু
সদয়মঙ্গিরে সধা করয়ে বসতি।

প্রবৃত্তি করিয়া ঘেব ধরিয়া মোহন বেশ
কহিছে, নিবৃত্তি তুমি শুনগো বতনে;
“তোমার সমান নাহি নির্ভর ভূতনে”

ও বন্দী করিয়া, ক্রপদের পাঞ্চাল-রাজ্যের
উত্তরার্দ্ধ শুকদক্ষিণা-রূপে দ্রোণকে দিয়াছিলেন।
ভাগীরথীর উত্তর-ই এই রাজ্যার্দ্ধের রাজধানী
অহিচ্ছর নগরে অবস্থিত ছিল।

(১৩) ধাতুকী দ্রোণের নক্ষত্রমণ্ডলে গমনের
কথা পড়িলে পাঞ্চাত্যে ধনুর্রাশির উৎপত্তির
যে ইতিহাস প্রচলিত আছে, তাহাই মনে
পড়ে; যথা:—

“Chiron was famous for his
knowledge of shooting etc. He had
for pupils the greatest heroes of
his age, Achilles, Hercules, Jason,
Agneas etc. And he was acciden-
tally wounded by his pupil Hercu-
les, and was placed by Jupiter as
the constellation Sagittarius.”

(Beton)

(১৪) ব্রহ্মস্পতিম্ বিবেশ অশ্ব-দ্রোণ:
হি অগ্নিরসাম্ বরম্। মহা ১৮।৫।১২
ধনুর্রাশি ধাতুকী ব্রহ্মস্পতির গুহা-
ধাতুকী দ্রোণ নক্ষত্রমণ্ডলে ধনুর্রাশিতে প্রবেশ
করেন।

২। সত্য মানবগণে দিতেছ যন্ত্রণা—
‘প্রবৃত্তিকুহকে কেন পেতেছ যন্ত্রণা।

ভক্তিপথ সবে ধরি মায়ামোক পরিহরি
বড়রিপুষণ করি ‘ভাক’ ভগবানে,—
ইহা বিনা অর্থ নাহি এই ধরাধামে।’

৩। এই তো তোমার কথা শুনি চিরদিন,
ইহাতে কি অর্থ কেহ পায় কোনদিন?
অর্থ আমি দিতে পারি—জেনে যত নরনারী
সত্য করয়ে মম আদেশ পালন;
তোমার সন্তোষ বল কে কবে সাধন?

৪। কহিছে নিবৃত্তি-দবী অঙ্গধুর স্বরে
‘না বৃথি আমার তব থাক’ ঈর্ষাভরে
মম বাক্য ধারা ধরে, তারা সে জানিতে পারে—
কি যে শাস্তি দেই আমি মানব অন্তরে!
স্বর্ণসুখ ভোগে নর অবনী ভিতরে।

৫। তোমার ছলনে ভুলি মানবসকল
আপাতসুখের লাগি হইয়া চঞ্চল,
পুরাতে তোমার আশ করিয়ে সর্ব্বশ নাশ,
শেষে জ’লে মরে সদা অহতাপানলে,—
শাস্ত রাখি ভাঙে আমি ‘বরাণ্যের জলে!’

৬। প্রবৃত্তি বলয়ে রোমে—‘শুন ওলো সতি!
না মতি গরবে নিজ প্তির কর মতি।
কেন দর্প কর এত? জানি তব গুণ বহু;—
আমি আছি ব’লে তোমা বহু করে নরে।
মম সম ভাগ্য-বতী কেবা ধরা ‘পরে?’

৭। নিবৃত্তি হাসিয়া বলে—‘প্রবৃত্তি-ভগিনি!
অনর্থ কলহে কেন হ’তেছ তাগিনি?
সরল অন্তরে বসি, তোমার আদেশে চলি,
শাস্তি নাহি পায় নর—না মিটে পিপাসা।
কামনা থাকিতে শাস্তি কেবল ছরাশ!’

৮। কবি কহে কেন হৃদয় কর অকারণ?
তোমা দোহা ধর্মপথে আছে প্ররোজন।
প্রবৃত্তিকে বশ করি নিবৃত্তির সঙ্গ ধরি;
ভক্তিভরে শাস্তিপথে যে করে গমন;
প্রেমানন্দ পায় সেই নাহিক পতন!

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

নীতি-সার।

(পূর্বাহ্নবৃত্তি।)

মাতৃ: প্রিয়ান্না: পুত্রস্ত ধনস্ত চ বিনাশনম্।

বাণ্যে মধ্যে চ বার্কিক্যে মহাপাপ-ফলং ক্রমাৎ ॥

২২৯

শ্রীমতামনপতাস্বমধনানাং চ মূৰ্খতা।

শ্রীণাং যতপতিস্ব: চ ন সৌখ্যাদেষ্টনির্গম: ॥

২৩০

মূৰ্খ: পুত্রোহিথবা কন্তা চণ্ডী ভাৰ্য্যা দরিদ্রতা।

নীচসেবা ধণং নিত্যং নৈতৎযটকং সুখায় চ ॥

২৩১

নাধ্যাপনে নাধ্যয়নে ন দেবে ন গুরৌ দ্বিজে।

ন কলাসু ন সঙ্গীতে সেবারাং নার্জবে জিয়াং ॥

২৩২

ন শৌৰ্য্যে চ ন তপসি সাহিত্যে রমতে মন:।

যত মুক্ত: খল: কিংবা নররূপ-পশুচ সং: ॥২৩৩

মাতা, পত্নী, পুত্র ও ধনের নাশ—বাণ্যে

যৌবনে ও বার্কিক্যে হইলে ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ

বাণ্যে মাতৃবিরোগ, যৌবনে পত্নীবিরোগ

ও বার্কিক্যে পুত্রনাশ ও ধননাশ হইলে

মহাপাপের ফল স্ফুটিত হইয়া থাকে। ২২৯

ঐর্ষ্যাশালীর অপুত্রতা, নির্দনের মূৰ্খতা,

শ্রীলোকের ক্লীবপতি ও প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ

হুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ২৩০

মূৰ্খ পুত্র কিংবা মূৰ্খা কন্তা, প্রথরা ভাৰ্য্যা,

দরিদ্রতা, নীচসেবা, নিত্য ধণ—এই ছয়টি

সুখের কারণ হয়না। ২৩১

যাহার মন, পাঠন-পঠনে, দেবতা, গুরু,

ব্রাহ্মণে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, সেবার, সরল ব্যব-

হারে, শ্রীলোকে, বীরবে, তপস্যায়, সাহিত্যে

অন্তোদরাসহিস্কৃত হিত্রদশী বিনিময়ঃ।

জ্যোহীলঃ বক্তৃদলঃ প্রসন্নগাঃ খলঃ স্তবঃ ॥
২৩৪

একটোষ ন পর্যাপ্তমস্তি যদ ব্রহ্ম কোশজম্।
আশরা বর্জিতস্যস্তি তস্যামপি পুষ্টিকং ॥
২৩৫

করোত্যাচার্যঃ সংশোধিতঃ বোধরতাত্ত্বমো-
দতে ॥ ২৩৬

ভবত্যন্যোপদেশার্থে ধূর্তাঃ সাধুসমাঃ সদা।
অ-কার্যার্থে প্রকুর্কতি অকার্যাণাং শতভ
তে ॥ ৩৭

পিঞ্জোরাভাং পালয়তি সেবনে চ নিয়ামসঃ।
হ্যেব বস্ততে নিতাং বস্ততে চাগমার বৈ ॥
২৩৮

অথবা কাব্যশাস্ত্রাদি আদোচনার আনন্দ
লাভ না করে, সে ব্যক্তি যোগী, খল
কিবা নয়রূপ পদ্ম। ২৩২, ২৩৩

যে অন্যের অভ্যাসের কান্ড, হিত্রা-
বেদী, মিন্দুক, অনিষ্টকরণশীল, প্রসন্নবদন
কিছু মনে মলিন, সে ব্যক্তি 'খল' বিবেচিত
হইয়া থাকে। ২৩৪

এই ভ্রমাত্ম-জনিত গুরু জব্যের আশাতে
সংহার তুকা প্রবল হইয়াছে, অন্ন বস্ত তাহার
আশা নিবারণ করিতে পারেনা। ২৩৪

আশাবৃত্ত ব্যক্তি, অকার্য্য করে, অকার্য্য-
করণ-জন্য অন্যকে উত্তেজিত করে ও
অন্যের অকার্য্যকে অনুমোদন করে। ২৩৬

ধূর্তগণ অনাকে উপদেশ দিবার সময়
সর্বদা সাধুর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে
এবং অকার্য্য-জন্য শত শত অকার্য্য
করিয়া থাকে। ২৩৭

যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞাপালন করে
উদ্ভাৱের সেবার্থে আগ্রাস্যমান হইয়া

কুশলঃ সর্ববিজ্ঞানু সপুত্রঃ প্রীতিকারকঃ।

হঃখদেঃ বিপরীতো যো ভক্তগো ধনদাতকঃ ॥
২৩৯

পত্যৌ নিতাং চাহুরক্তা কুশলা গৃহকারিণি
পুত্রগ্রহঃ স্ত্রীনাং বা প্রিয়পাতাঃ সুবোধনাঃ
২৪০

পুত্রাপরাদানু ক্রমতে বা পুত্রপরিণোবিতী।
স্না মাতা প্রীতিবা নিতাং কুণটা স্নাতি-
হঃখদা ॥ ২৪১

বিদ্যাগমার্থং পুত্রস্য বৃত্তার্থং বস্ততে চ খঃ।
পুত্রঃ সদা সাধু শাস্তি প্রীতিকং সপিতানুশী ॥
২৪২

যাকে, সর্বদা হারির ন্যায় সজে সজে
থাকে, ধনলাভ বা বিদ্যালাভ-জন্য সর্বদা
যত্ন করিয়া থাকে, সর্ববিদ্যার কুশল সেই
পুত্র পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া
থাকে, কিন্তু যে হঃখ ও ধনদাতক পুত্র
ইহার বিপরীত আচরণ করে, সে মাতা-
পিতার কেবল হঃখ বর্দ্ধন করে। ২৩৮, ২৩৯

যে নারী পতিতে সর্বদা অহুরক্ত,
গৃহকার্য্যে কুশলা, পুত্রগ্রহবিনী, স্ত্রীনা
ও প্রাপ্তবোধনা, তিনি পতির প্রিয়া হইয়া
থাকেন। ২৪০

যে মাতা পুত্রের অপরাধ-সকল ক্ষমা
করেন ও পুত্র-পোষণ-কার্য্যে তৎপর, সে
মাতা, সর্বদা আনন্দ-দায়িনী হইয়া থাকেন;
কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত কুণটা মাতা হঃখ-
দায়িনী হইয়া থাকেন। ২৪১

যে পিতা পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার লজ্জ
ও অধিকার লজ্জ বহন করেন ও পুত্রকে
সর্বদা সৎ উপদেশ দেন, সে পিতা প্রীতি-
বর্দ্ধনকারী ও অনুশী। ২৪২

যঃ সঙ্কটঃ সৰ্বা কুৰ্য্যাৎ অতীণং ন বদেৎ
কচিৎ।

সত্যং হিহিং বক্তি বাতি দত্তে গৃহাতি মিহ-
তান্ ॥ ২৪০

নীচভাতিসরিচরো হ্যভ-গেহে সৰা গতিঃ।
জাতৌ সত্বে আতিকুল্যং মানহাভৈ দরি-
ত্রতা ॥ ২৪১

ব্যাভ্রান্নিগৰ্গহিঞোণং ন হি সত্ববর্ণং হিহুহু।
সেবিতব্যাত্ ত্রাজোমৈতে মিভাঃ কস্য সক্তি
কিম্ ॥ ২৪২

দৌৰ্বনস্যং চ হুহুবাং হু প্রান্য়ং রিপোঃ সৰা।
বিবৎসপিচ দারিত্র্যং দারিত্র্যো বহুপ-
ত্যতা ॥ ২৪৩

ধনিগুণি-বৈদ্যানুপজলহীনে সৰা হিতিঃ।
হুঃখং কক্কাপোকা পিজোরপি চ বাচ-
নম্ ॥ ২৪৪

যে ব্যক্তি সৰ্বদা সাহায্য করেন,
কখন ও প্রতিকূলবাক্য-প্রদান করেন না,
সত্য ও হিত বাক্য বলেন, তিনি স্বার্থ
মিত্র। ২৪৫

নীচ ব্যক্তির সহিত অভ্যস্ত পরিচর,
সৰ্বদা অন্তর্গৃহে গমন, ত্রাসাদি আতি-
সমূহে প্রতিকূলচরণ ও দরিদ্রতা—মান-
নাশের লক্ষ্য হইরা থাকে। ২৪৬

ব্যাভ্র, অগ্নি, সর্প ও হিংস্রজন্তুগণকে
অক্রমণ মননমত হইয়া, রাজাকে সেবা
করিলেও কখনও তঁহিদি মিত্র হই না;
ইহারা কখনও কি মিত্র হইতে পারে? ২৪৭
বহুদিগের হুঃখিতমন ও শত্রুর সৰ্বদা
ঐবলতা, বিদ্বান্ ব্যক্তিরও দারিত্র্য, দরিদ্র-
ব্যক্তির বহু সম্মান-সম্মতি; ধনী, গুণী,
বৈদ্য, রাজা ও বলহীন হানে সৰা অবহিতি;

অক্রমণঃ সধনঃ স্বামী বিদ্বানপি বলাধিকঃ।
ন কানচেৎ বখেটং বৎ জীণং নৈব নুসোখা-
কৃৎ ॥ ২৪৮

যো বখেটং কানচেৎ স্ত্রী তস্য বশগা ভবেৎ।
সদারণাদালনাচ্চ বখা বাতি ব্রহ্ম শিশুঃ ॥
২৪৯

কার্য্যং তৎ সাধকারীচ্চ তদ্যায়ং সুবিনি-
গমম্।
বিচিন্ত্য কুরুতে জানী নাতথা লঘুপি কচিৎ ॥
২৫০

ন চ ব্যাধিকং কার্য্যং কত্বীহেতু পণ্ডিতঃ।
লাভাধিক্যং বৎজিরতে তৎ সেব্যং ব্যবসা-
মিতিঃ।
দুলাং মানকং পণ্যীনাং বাখ্যায়াং গ্যতে
সদা ॥ ২৫১

একটি কল্পা, এমন কি মাতাপিতার নিকট
বাচ্ঞাও হুঃখের কারণ হইরা থাকে।
২৪৬। ২৪৭

অপবান্, ধনশালী, বিদ্বান্ ও বলবান্
হইলেও যদি স্বামী পত্নীর প্রতি বখেট
প্রণয় প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে
তিনি পত্নীর অধিকার হন না। ২৪৮

যে পতি পত্নীতে বখেট প্রণয় প্রদর্শন
করেন, বেক্রম শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ ও
লালন-পালন করিলে বশবর্তী হয়, পত্নী,
তজ্জগু তাঁহার বশপত্তিনী হইরা থাকেন। ২৪৯

জানী ব্যক্তি কোন কার্য্য করিলে
সাধিত হইবে ও সেই কার্য্যে কত-ব্যয় হইবে,
উত্তমরূপে বিচার করিবেন; একরূপ না
করিয়া সামান্য কার্য্যও করিবেন না। ২৫০

জানী ব্যক্তি ব্যাধিক কার্য্য কখনও
করিবেন না; যে কার্য্য করিলে অধিক
লাভ হইবে, সেই কার্য্য করিবেন। পণ্য-
জন্মের মূল্য ও পরিমাণ বণ্যবথ নিরূপে
নির্ধারণ করিবেন। ২৫১

১ (ক্রমশঃ)

ত্রিবিধুত্ব শাস্ত্রী।

সংবাদ।

সুলাভ ঐযথ। 'এডভোকেট অব ইন্ডিয়া'র প্রকাশ—উৎকট বিধের সুলাভ ঐযথ সর্বত্র বিরাম্ভান! বিধবর-দংশনে প্রতিবর্ণে দেশের অসংখ্য নরনারী প্রাণত্যাগ করিতেছে! চিকিৎসকগণ এ পর্য্যন্ত আলীবিষ-বিষ-বেগের প্রতিষেধে সক্ষম হন নাই! অপরদিকে কদমূর্ষি পোলের প্রকোপে বহু জনাকীর্ণ নগর, উপনগর, গ্রাম—অশানে পরিণত হইতে চনি-রাছে! এক্ষেত্রে চিকিৎসক-বর্গের প্রাণপন্থ্য বিকলতা-সাগরে ডুবিয়া দ্বাইতেছে। সর্পবিষ, প্লেগবিষ—দুইই ভীষণ বিষ। এই দুই প্রাণ-নাশক বিধের প্রতিষেধক্রে সম্প্রতি যে ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাক সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য ও সর্পবিষ ঔষধ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক-ভাবে বিরাজিত আছে। বস্ত্রটা কেঁচোর রস। কেঁচো বা ভূমিলতা সর্বত্রই মাটির মধ্যে আছে। অন্যথাই পাওয়া যায়। কেঁচোর দেহ হইতে একরূপ উজ্জল রস বহির্গত হয়,—এই রস জলের সঙ্গে মিশাইয়া সর্পদষ্ট রোগীকে ৩৪বার খাওয়াইলেই বিষবেগ নিবারিত হয়। প্লেগ-বিষেও কেঁচোর রস বিশেষ ফলপ্রসূ। সকলেই এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যদি সত্যই 'কেঁচোর রস' এরূপ উপকারী হয়, তবে অবশ্যই বলিব,—ভগবানের দীর্ঘা বোঝা কঠিন! সর্প কেঁচোর কাছে পরাস্ত হইল! শোধকর জগতে সর্প অপেক্ষা কেঁচো অনেক অধিক আছে।

সম্রাটের শুভাগমন। অর্ধ গৃহ-বীর অধীশ্বর মহামহিম ভারতসম্রাট শ্রীযুক্ত

পঞ্চমজর্জ মহোদয় ও সম্রাটমহিষী মেরী মহোদয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ সমীপস্থ দিল্লীনগরীতে আসিয়া রাজতন্ত্র ভারত-বাসীর ভক্তিপুষ্পঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। সম্রাট মহোদয়ের সন্তিত সপত্নীক লর্ড জু এবং রাজ-পরিচারকের ২৬ জন ব্যক্তি আসিবেন। আগামী ২২রা ডিসেম্বর মহানীর সম্রাট বহু বন্দরে উপনীত হইবেন। ৭ই ডিসেম্বর রবে হইতে দিল্লী পৌছিবেন, ১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে মহাসমারোহে সম্রাটের 'দরবার' হইবে। ১৬ ডিসেম্বর সম্রাট নেপাল বাজা করিবেন, ১৮ ডিসেম্বর নেপালে উপস্থিত হইবেন। সম্রাটমহিষী নেপালবাজী সম্রাট মহোদয়ের সঙ্গে থাকিবেন না। তিনি ১৬ ডিসেম্বর আগরায় আসিবেন। তিনি আগরার পরে মন্তব্যতঃ রাজপুতনা এবং মধ্যভারত ভ্রমণ করিবেন। অতঃপর ২২রা জানুয়ারি সম্রাট মহোদয় ও সম্রাটমহিষী সন্নিহিত হইয়া ওরা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিবেন। এই দিনকালিকার পরিবর্তনও হইতে পারে। রাজতন্ত্র ভারত-সন্তান! রাজদর্শনে সৌভাগ্যবুদ্ধি ও পুণ্য-লাভ—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, এই অমূল্য সিদ্ধান্তের সম্মান-বক্ষণে তোমার উদ্বিগ্ন নয়ন ও আনন্দোচ্ছ্বাস অশ্রু-করণ যেন যথাকালে প্রস্তুত থাকে!

'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।' যুক্ত-প্রদেশের আগরার ছইজন একাওয়ালা ভূমিগা নারী এক চামারবাড়ীয়া যুবতীর সতীত্ব-নাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। উক্ত প্রদেশের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে কামকিরক

পাশ্চাত্যের দণ্ডবৃদ্ধি হইয়াছে। আশ্রয়-প্রার্থিনী ভূরিয়ার সর্পনাশ করিয়া এই নরপশুদ্বয় যে দণ্ড প্রাপ্ত হইল, তাহা অত্যন্ত না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে ভরসার কারণ দেখিতে পাই না। যতদিন মানব ধর্মলাভ না করিবে, যতক্ষণ শকৃত সংঘের অধিকার স্বাদ না পাটবে, ততদিন বা ততক্ষণ যত ভীত দণ্ডভোগ করুক না কেন, পিশাচ-শয়-ভির দমন-সাধনে সমর্থ হইবে না। দণ্ডের ভীততা সুন্যোগের পথ রুদ্ধ করে না। হৃদয় সমুন্নত না হইলে ভীষণ দণ্ডও কোমল কুসুম-বাণের কাছে পরাজিত হয়। স্নানীতি ও শঙ্ক-র্মের প্রচার ইহার অমোঘ ঔষধ।

হিন্দুবিবাহ-সংস্কার। কিছুদিন পূর্বে রিপণ কলেকটরে নেতৃত্ব প্রদত্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা-ধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেশবদেব শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সভার হিন্দু বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি দেশ-মাত্র সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালিবিবাহের দোষকীর্তন ও যৌবনবিবাহের গুণকীর্তন করেন। রাজনীতির হৃদীর্ঘ বক্তৃতা আর এখন বড় শোনা যায় না! নেতার! এখন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাতের অবসর গাইয়াছেন। এতাবের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা অনেকদিনই হইতেছে; কাজের পরিচয় ত বড় দেখি না! মনে পটকা লাগে, তবে কি ইংরাজি বার্থ 'সমাজের নেতা' নহেন।

ফুটবলে আনন্দ। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে মোহনবাগানের

ফুটবল-খেলারারগণ সাহেব-খেলারারগণকে হারাটয়া দিয়াছেন! এই উপলক্ষ্যে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। কেহ আফ্রাদে আটখানা হইয়া বলিতেছেন "এই যুবকগণ দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের সমক্ষে হুঁসল বাঙ্গালীজাতির একরূপে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করুক!" আমরা এইরূপ আনন্দপ্রকাশেই অধীর হইতে চ'ললাম! ভাগ্য! !

পদকোপহার। দিল্লীর 'দরবার'

উপলক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞানরের ছাত্র ও ছাত্রী-গণকে 'পদক' দেওয়া হইবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইসকল পদক বিলাতী পদকের অনুরূপই হইবে। প্রথমে কথা হয়, পদকের উপরে সংস্কৃতভাষাতেই বিবরণ লিখিত হইবে, এখন নাকি ঠিক হইয়াছে, উহা পারস্ত-ভাষায় হইবে। দেবভাষা স্কৃতের 'তে হি দিবস! গতঃ' স্মৃতির ইচ্ছাতে ফোভের কারণ থাকিলেও বলিবার কিছুই নাই; কারণ—"মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ."

ম্যারেজ বিলের প্রতিবাদ। বোধের হিন্দুসাধারণ, বোধে সহরে সভা করিয়া, ভূপেন্দ্র-বাবুর প্রস্তাবিত ম্যারেজ বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সভার অতিমত এই যে, গবর্ণ-মেন্ট যেন হিন্দুদের ধর্ম্মাচারে হস্তক্ষেপ না করেন!

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

মার্যাবাদ।—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত
প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক বিবৃত। ডবল
ক্রাউন্ বোডাশীত ১০০ পৃষ্ঠার পরিসমাপ্ত।
এটিক্ কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।
মার্যাবাদ ভারতের গৌরব। এই মার্যাবাদই
অষ্টেবতবাদ, অনির্কটনীরতাবাদ প্রভৃতি
নামে কথিত হইয়া থাকে। আচার্য্য
শঙ্কর এই মার্যাবাদেরই প্রচার করিয়া
গিয়াছেন। পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়, অটল
মার্যাবাদকে সরল করিয়া বুঝাইয়াছেন।
মার্যাবাদের প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে তিনি ভ্রাম-
বৈশেষিকের আরম্ভবাদ এবং সাংখ্য-
যোগের পরিণামবাদ সংক্ষেপে বুঝাইয়াছেন।
শেষে মার্যাবাদের কুঠারে সকল বাদবুদ্ধি
ক্ষেদ্র করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের অটল
তত্ত্বগুলি সহজ সঙ্গতাবায় সুচারুরূপে ব্যাখ্যা
করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় বঙ্গভাষায় সমৃদ্ধি-
বর্দ্ধন এবং বঙ্গীর পাঠকের মনোপকার-
সাধন করিয়াছেন—এজন্য তিনি ধন্যবাদের
পাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, আমরা
পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। তবে যৌর বিভা-
বুদ্ধির দারিদ্র্যাবশতঃ গ্রন্থের কয়টি স্থানের
ভাষ্যার্থ্য গ্রহণ করিতে পারি নাই।
তর্কভূষণ মহোদয়ের ভায় মনীষি পণ্ডিতের
বিবৃতিতে দোষস্পর্শ আছে—মনে করি না,
নিজেদের অজ্ঞতাকেই উহার কারণ মনে
করি। মার্যাবাদির মতে জগৎ অসৎ—
মিথ্যা—মার্যাসয়। মার্যাবাদ গ্রন্থে তর্কভূষণ

মহাশয় (৫৭ পৃষ্ঠার) জগৎকে ‘অলৌক’
বলিয়াছেন, পূর্বে ৫৬ পৃষ্ঠার গগনকুহ্মকে
অলৌক বলিয়াছেন,—আবার ৫৬ পৃষ্ঠার
বলিয়াছেন—“যাহা পূর্বে ছিল না এবং যাহা
পরেও থাকিবে না, কেবল মথো কিছু
কালের জন্য যাহা ব্যবহারের গোচর হইয়া
পাকে, তাহারই নাম ত অলৌক,” গগনকুহ্ম,
শশবিষণ অলৌক—ইহা ঐশিক, কিন্তু “মথো
কিছু কালের জন্য” ব্যবহারের গোচর
হইয়া থাকে” না। জগৎ অসৎ বা মিথ্যা—
ইহা বেদান্তশাস্ত্রে আছে—কিন্তু জগৎ
অলৌক—একথা বেদান্তশাস্ত্রে আছে কি?
যদি “অসৎ”কে অলৌক বলা হইয়া থাকে,
তবে জগৎকে “অসৎ” বলা সঙ্গত কি?
শশবিষণাদিকে “অসৎ” বলিলে, জগৎকে
অসৎ না বলিয়া—‘সৎও নয় অসৎও নয়—
অনির্কটনীর’ বলা সঙ্গত নহে কি? ৭৪ পৃষ্ঠার
পূজাপাদ তর্কভূষণ মহাশয় মার্যাবাদ সম্বন্ধে
বলিয়াছেন—“ইহার উদ্দেশ্য স্থাপন নহে,
ইহার উদ্দেশ্য ধ্বংস; ইহা বিশদভাবে
দেখাইয়া দেয় যে—জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে
এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচারিত
হইয়াছে, সেই সকল সিদ্ধান্তই ভ্রমমূলক।”
বড়ই আশঙ্কার কথা। মার্যাবাদ যদি
পরমত-ধ্বংসই পরিসমাপ্ত হয়, অষ্টেবতস্থাপনে
পর্য্যবসিত না হয়, তবে মার্যাবাদ ‘বাদ’ হয়
না, ‘বিতণ্ডা’ হইয়া যায়। কেবল খুঁৎ ধরিতে
পারে—কোনও সিদ্ধান্ত প্রচার করে না,
এরূপ মার্যাবাদে শাস্তি বা বিশ্রামের স্থান
আছে কি? জগৎপত্তিবিবরক সৎল মতই
ব্রাহ্ম, কিন্তু এক অবিনশ্বর জ্ঞানময় আত্ম-
বদ্রপে এই জগৎ কমিত—এই মার্যাবাদীর

নিজস্ব-মতও কি, জনস্বলক ? মারাবাদী জানকে ছাড়িতে পারেন নাই ত। উপ-সংবাদে ১৯৮৭ পৃষ্ঠার তর্কভূষণ মহাশয়ও বলিয়াছেন—“যকীর অজতার জানই মান-বীর জানের শেষলীমা।” সুতরাং কেমন করিয়া বলা যায় যে, মারাবাদ সর্বশেষে এক অনন্ত অজতা-জানের আশ্রয়স্থার বিস্তার-লাভ করে নাই ? ঐহবের “বগুনখণ্ডখাড” পড়িলে আশাততঃ মনে হয়, মারাবাদ বৃক্ষি কেবল বগুনই করে, হাসন করে না, কিন্তু শ্রীশঙ্কর এবং মধুসূদন সরস্বতীপাদ, প্রকাশ্য-নন্দ প্রভৃতি মারাবাদিগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে শত শত স্থানে “এব বেদান্তসিদ্ধান্তঃ” “অথও সচ্চিদানন্দস্বরূপং ব্রহ্ম সিদ্ধমিতি হিভস্” এই ভাবের লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মারাবাদকে শুধু বগুনস্বরূপ না বলিয়া চরম-সিদ্ধান্ত-স্বরূপ বলিলে সমধিক সঙ্গত হইত না কি ? “বস্তামতং তত্ত মতং” ইত্যাদি বাক্যকে তদান্তরে মারাবাদ-গ্রন্থে মারাবাদের উৎস বলা হইরাছে, কিন্তু নাসনীর স্তোত্রের “নাসনাসীং নো লবাসীং” প্রভৃতি বাক্যকে মারাবাদের পরিচ্ছূট হুলস্থলরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নয় কি ? আমাদের হৃদয় বৃদ্ধিতে এরূপ করাই ঠিক বোধ হইল। আরও কতিপয় স্থলে আমাদের সন্দেহ আছে। পূজাপাদ তর্কভূষণ মহোদয় আমাদের তর্ককর—আশাকরি, পুনঃসংস্করণে বাছিতে আমাদের জ্ঞান হুলসী ব্যক্তিরও ভালরূপে বুঝিতে পারে—সন্দেহে না পড়ে, সেইভাবে বিবৃত করিয়া, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার সমধিক সম্ব্যবহার করিবেন। গ্রন্থাদি স্থল

হইরাছে। আরও স্থলও হইলে আমাদের আশা বিটে।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিত। বেঙ্গল জাশানাৎ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুপকাশ বন্দোপাধ্যায় বিরচিত। এই গ্রন্থ দেশীয় এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, ৬খানি সুরঞ্জিত চিত্রে শোভিত, ও ১৪৩ পৃষ্ঠার পরিসমাপ্ত। বঙ্গগৌরব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া, গ্রন্থখানির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবিতা-রচনায় বঙ্গভাষিতো অমর্য লাভ করিয়াছেন। অস্ত ভাবার রস-ভাণ্ডার হইতে রস আহরণ করিয়া বাহারী বক্তারতীর চরণে অর্ঘ্য দিয়াছেন, কবি কৃষ্ণ-চন্দ্র তাঁহাদের মধ্যেও অগ্রাণীষ লাভের অধিকারী। সুতরাং তাঁহার জীবন কথা জানিবার জন্য বঙ্গভাষাভাবী লোকমাত্রেই আগ্রহ থাকা উচিত। কবির উপযুক্ত জীবন-চরিত না থাকায় অনেকে আগ্রহ-সবেও সে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। এতদিনে সেই অভাব—অসুবিধার-পূরণ হইল। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য বহুস্থানে ভ্রমণ, বহুলোকের নিকট হইতে বিবরণ-সন্ধান ও বহু ক্লেশবীকার করিয়া পুরাতন-পুস্তক-সংগ্রহ ও অধ্যয়ন-সমালোচনাদি করিয়াছেন—এজন্য তিনি ধন্ত-বাদের পাত। কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাটতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ধার্মিক, বিশ্বাসী, সংস্কারক, সমরজ, আড়ম্বরশূন্য ও অকপটহৃদয় কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাইরাছেন। আমরা এই পুস্তকে সামাজিকজীবন, নৈতিকজীবন ও ধর্মজীবনের মধ্য দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে বড় পরিচ্ছূটভাবে দেখিতে

পাইয়াছি, কবিতার ভিতর দিয়া তরুতা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই নাই। রূক্ষচন্দ্রের কাব্য-সমালোচনা, গ্রন্থকার এত সংক্ষেপে ও এত মশকটিতে করিয়াছেন, যে, তাহার মধ্যে কাব্যের প্রকৃতি উপভোগের অবসরই নাই, কাব্যের পরিচ্ছদে কবিকে উপভোগ করা ত পূর্বের কথা! এজন্য, গ্রন্থকারের উপর অভিমানি আরোপ করিতে চাই না, কিন্তু কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় না দিলে কবির মূল্যও পরিচয় দেওয়া হয় না;—কারণ পাঠ্য কবি রূক্ষচন্দ্রের মুখিত চোখের, তাঁহার প্রত্যেকের নিকট আরও প্রত্যক্ষ করে—কবিতা না বলিয়া কবি না। গ্রন্থ-বিস্তৃতি-মাত্র পড়ি অল্পসংক্ষেপে কাব্য-সমালোচনার প্রথম পাঠ্য থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য বক্তব্য নাই। মাইকেল মধু-সূদনের চরিত্রাখ্যায়ক পুর্বোক্ত বিবরণী ভাষ্য রূপ বুলিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম অতটা স্মরণ হইয়াছিল। আমরা আশা করি, গ্রন্থকার পরসংক্ষেপে এই অসম্পূর্ণতা দূর করিতে প্রয়াস পাইবেন। অবশ্য একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। রূক্ষ-চন্দ্রের মহা পুস্তকের পক্ষে পরে ছয়ে ছয়ে কুটিল উঠিয়াছে। একদিকে যেমন সম্ভাব্য শতক-প্রায়নের পরদিন জীবনীলা শেষ করিলেও রূক্ষচন্দ্র গৌরবমণ্ডিত হইয়া মরিতেন, অপর-দিকে তেমনি কবিতা না লিখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেও তিনি ‘মহাশয় মানব’ বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিতেন, তাহার সংশয় নাই; রূক্ষচন্দ্র মাহুষ ছিলেন না হইব দোষশূন্য হয় না, স্মরণে তাঁহারও দোষ ছিল। কিন্তু, রূক্ষচন্দ্রের

জীবনে এমন বহু শিক্ষণীয় ও অশিক্ষণীয় গুণ ছিল, যেগুলি অধুনাতন সমাজে হ্রাসিত বলিলেও অতীতি হয় না। বঙ্গবাসী বঙ্গের অমরকবি রূক্ষচন্দ্রের সমুচিত সম্মান করিলে, আমরা আনন্দিত হইব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, রূক্ষচন্দ্রের বাসস্থান সেনহাটি পূর্বে যশোহরের অন্তর্গত ছিল। (তখনও ‘খুশা’ জেলা হয় নাই।) রূক্ষচন্দ্রের প্রধান কর্মক্ষেত্রও যশোহর। আবার যশোহরে; মহাকবি মধুসূদন ও কবি রূক্ষচন্দ্র—দারিদ্র্যের জালায় অনলে আত্ম-জীবন আহুতি দিতে বাধ্য হইয়া কবি-পরি-পতির সাহসও দেখাইয়া গিয়াছেন,—স্মরণে যশোহরবাসীর নিকট রূক্ষচন্দ্র ও মধুসূদনের জায় ‘আপনার’ বিবেচিত হইতে পারেন। যশোহরবাসী—রূক্ষচন্দ্রের সম্ভাব্য শতকাদি গ্রন্থের ও এই জীবনচরিত্রের আদর করিলে কর্তব্য-পালনই করিবেন।

বৈশ্য-পত্রিকা। ১৩ ৮ শ্রাবণ।
প্রথমবর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা। কবি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রাবণের বৈশ্য-পত্রিকা-পাঠ করিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইলাম। বৈশ্যপত্রিকা ক্ষুদ্রাকার হইলেও গবন্ধগৌরবে মহীয়সী। বঙ্গ-সাহিত্যের কতিপয় অনিচ্ছ লেখক ইহার জন্য লেখনীচালনা করিতেছেন। ‘বাকুলীবিবর্ণাচিত্র আচার’ প্রবন্ধটী সারবান্। বর্ণাচারগ্রহণ ব্যতীত প্রকৃতি উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হওয়া যায় না। উদীয়মান ভাবুক-লেখক শ্রীগান্ কুয়ারবিক্রম মজুমদারের ‘আমি একা’ প্রবন্ধটী গভীর চিন্তার পরি-চায়ক। অন্ত্যস্ত গবন্ধগুলিও স্মরণ হইয়াছে। বৈশ্য-পত্রিকা উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করুক, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি। আমাদের বিশ্বাস, অচিরে এই পত্রিকা বঙ্গীয় বৈশ্যকুলের পরমাদরের সামগ্রী হইবে।

হিন্দু পত্রিকার কোম্পানী

THE JESSORE UNITED BANK LIMITED.

জশোর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড ।

(কোম্পানীর আইন অত্সারে রেজিস্ট্রীকৃত—কার্গিলার যশোর)

মূলধন ৫০,০০০ টাকা, জতি অংশ ২ টাকা হিসাবে ২৫,০০০ অংশে বিভক্ত ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীযুক্ত রায় যতুনাথ নজুমদার বাহাদুর,
এম, এ, বি, এল, উকিল হাইকোর্ট ও জমিদার ।

সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত টাদমোহন বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ।

কর্জ দাদন ও আমানত গ্রহণাদি ব্যাঙ্কের সববিধ
কার্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে ।

অংশের মূল্য এক কালীন দিতে হইবে ।

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া সেপ্টেম্বর মাস হইতে স্নাত্তিমত্ত কার্য
আরম্ভ হইয়াছে ।

গত ৩১ মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তজ্জন্ম
এই ব্যাঙ্ক শতকরা ৭ টাকা হারে অংশদারগণকে
ডিভিডেণ্ড দিতেছেন । তৎপূর্ব বৎসর ৫ টাকা হারে
ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ দিয়াছিলেন ।

আমানত টাকার সুদের হার—

এক মাসের নোটিশের মেয়াদে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা । ছয়মাস নোটিশের
মেয়াদে বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা । তিনমাস নোটিশের মেয়াদে বার্ষিক
শতকরা ৪৫০ টাকা । একমাস নোটিশের মেয়াদে বার্ষিক শতকরা ৪০ টাকা ।
এক সপ্তাহ নোটিশের মেয়াদে বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা । চলিত হিসাবে বার্ষিক
শতকরা ২৫০ টাকা ।

চলিত হিসাবে ১০০ টাকার তদাংশের সুদ দেওয়া হইবেনা । অতঃপর
আমানতের ৫ টাকার তদাংশের সুদ দেওয়া হইবেনা ।

বিশ্ব পরিচালকসভা

চলিত হিসাব তির অত্র প্রকার আমানত মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে হইলে সম্পূর্ণ মাসের সুদ দেওয়া হইবে, তৎপরে ১০ তারিখের মধ্যে আমানত হইলে ১১ তারিখ হইতে সুদ দেওয়া হইবে-কিন্তু ২০ তারিখের পরে আমানত হইলে সেই মাসের সুদ দেওয়া হইবে না।

কাজদানের সুদের অনুদান হার—

হ্যাণ্ডনোটে অথবা সুখে ১০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক শতকরা ১ টাকা তদুর্দ্ধ ১০০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ৮০০ আনা।

মোশা রপার জিনিষ, অহরত, কোম্পানির কাগজ, ও জীবনবীমা ব্যতীত অব্যবহৃত সম্পত্তি বন্দকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ৫০০০ পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ৮০০

এই কোম্পানির আমানত বন্দকে ৮৬ তারির সম্পত্তি ও পোলিসি বন্দকে— ১০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ২৫০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ তদুর্দ্ধ ৮০০

সেয়ার এখনও পাওয়া যাইতে পারে

অর্জমানা মূল্যের ডাক টিকেট সহ পত্র নিম্নে অংশীদারের আবেদন প্রেরণ করণ

নিম্নমাননী ও

ব্যালান্স সীট—

গাঠন শার।

করিমজা “দেহের” আয়ুর্বেদীয় শ্রীমন্ত ঔষধালয়ের

বল, পুষ্টি, মাংস ও মেধা বৃদ্ধিকারক ও জ্বর-

জীর্ণতা রক্তদোষ পারদ বিকৃতি প্রভৃতি

বহুবিধ শারীরিক দোষ নাশক মানব-

দেহের একমাত্র স্বাস্থ্য সম্বল—

শ্রীমন্ত সালসা।

আজ্ঞে আছে বৎসরান্তে দেহের ভিতরংশ সংশোধন না করিলে সুস্থর অবস্থায় হইতে হয় এবং পরমায়ু ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে। সালসাই একমাত্র দেহভাস্তর-ভাগ পরিষ্কারক ও সংশোধক। তবে অববেচনায় বা তা একটা পেননে বিপরীত কণ হয় মাত্র। যে যে উপাদানে পারদাদি দোষ, পিত্ত ও বক্ততাদির দোষ দূর হয় বাবসার খাতিরে অনেক ডাকা দেখেন না। প্রথমতঃ পাচকরস পিত্ত ও বক্ততের দোষ দূর হওয়া চাই, হজমের উপর রাখিয়া পরিপাক শক্তির বলবৃদ্ধি ও বীজিত হস্তি পোষণা হওয়া আবশ্যিক; শরীরের গ্রহি, নজি ও সর্পিগান সঞ্চিত হইতে রক্ত-দোষ মিহনন হওয়া চাই; এমতে সর্পিগিক দোষের শরীর পোষণ করিতে হইবে।

আমরা এই “শ্রীমন্ত সালসা”কে বহুসঙ্গে সর্পিগিক উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে রক্তদোষ, বাত, উপদংশ, মেহ, পারদ বা, কুট, দারবীর হৃদয়, অপ্রদোষ, শ্রীয্যাসি বাধক, প্রাণ, ওমুজা প্রভৃতি অতি শীঘ্র নির্দোষরূপে পরিণত হয়। হৃদয় ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া গ্রহণ করে, ইহাতে

বিষ: পঞ্জিকার ক্রোড়পত্র।

এই একই ক্রিয়াক্রমের মধ্যে যে ইহা সেখানে একবার কালের মধ্যেই শরীরের ভিন্ন পক্ষের মধ্যে একবার পুনরাবৃত্তি হয়। সেই মোটা ও পেশী সকল ও কণ্ডুই এর এবং শক্ত ও সাদা পদার্থে বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য ইহার গুণ ব্যবহারেই বৃদ্ধিতে পারিবে। একবার পরীক্ষা আর্থনীয়া। মূল্য প্রতি শিশি ১০ টাকা মাত্র। ১০ আনা, ০ শিশি একত্রে মাত্র ১০ টাকা।

জ্বরের বড়ী—মৃতন, পুরাতন, মাংসপিত্ত, গ্ৰীবা, বহুত প্রভৃতি জ্বরের আশু ও স্থায়ী কলহারক আয়ুর্বেদ মতে অস্বাভ মনোবদ। ইহাতে রক্তিমত বক্ষমণ বহির্গত হইয়া বার পরে জ্বর নিশ্চয়ই ২১ দিনের মধ্যে বন্ধ হয়। জ্বর বন্ধ হইলে কুইনাইনের জ্বর বাতাসাধি নিরসাধীন থাকিতে হয় না। ইহাতে পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ইহা উপকারিতার কুইনাইন ও অপর পেটেন্ট ওষধ অপেক্ষা প্রায় কিনা পরীক্ষা আর্থনীয়া। মূল্য ১ কোটি ৫০ আনা মাত্র। ১০ আনা।

ক্রীমস্তু দাঁদনারী—২৪ ঘণ্টার যে প্রকারের দাঁদ হটক না কেন বিনা জালা বহুপার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। হই এক দিন বেশী ব্যবহার করিলে পুনরায় জ্বর কখনও হইবেক না ইহা নিশ্চিত। ইহা গারদাদি দ্রবিত, স্নেহা বর্জিত। এক কোটীর অনেক লোক সারিতে পারে। মূল্য বড় কোটি ১০ আনা ছোট ৫০ আনা।

সকরধ্বজ—উগার গুণ কাহারও অবিরচিত নাই। সকরধ্বজ এখন বড় বড় ডাক্তারদিগেরও নিদানের মধ্য হইয়াছে। কিন্তু হৃৎপের বিষয় সকলে ইহা ক্রিয়াক্রমের ইহার গৌরব নষ্ট করিতেছেন। আমাদের সকরধ্বজ অকৃত্রিম ও বিস্তৃত কিনা একবার পরীক্ষা আর্থনীয়া। মূল্য প্রতি মূল্য ৮৭ টাকা মাত্র।

কোটারি রস—ক্রিমিক পক্ষে ইহা অমোঘ ও অস্বাভ মনোবদ। ইহা ২০ বার ব্যবহার করিলে ক্রিমি জনিত সকল প্রকার ব্যাধির আশু ও আশ্চর্য উপশম হয়। ব্যবহারেই বৃদ্ধিতে পারিবে।

কলেরাসন—প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে Diarrhoea হইতে কলেরা আগিয়া পড়ে। একপ স্থলে আমাদের "কলেরাসন" বিশেষ ফলপ্রসূ। পাতলা দান্ত হইতেই যদি ২১ বার সেবন করা যায় তবে উক্ত ভয়ঙ্কর ব্যাধির আক্রমণের ভয় থাকেনা এবং ক্রমে ক্রমে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

ক্রীমস্তু বাত তৈল—বহুকালের পুরাতন ও মৃতন যে কোন প্রকারের আনদাত না বাত বেদনা এবং তজ্জনিত ফোলা, বেদনা, কনকনানি প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাত জতি সম্বর নিশ্চয় নিদোষরূপে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ শিশি ১৫ টাকা।

উপরিউক্ত ওষধগুলিতে লিখিতমত উপকার না দর্শিলে মূল্য ফেরত দিব।

এতদ্বিধ এই ঔষধমালায় ক্রীমস্তু তৈলী বটী, স্নোব্রিজন স্নোবক, ক্রীমস্তুকেশী তৈল, ক্রিমিনী ময়ন, অন্নোচী চূর্ণ, শিবোপাধি দ্রুত প্রভৃতি সর্বপ্রকার তৈল, দ্রুত, আসন, ক্রিমি ও ওষধ বিস্তৃতভাবে প্রস্তুত ও মূল্য মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। সকল ঔষধেরই বিস্তৃততার অর্থ আনন্দ দানী থাকি।

'কনিয়াজী চিকিৎসা' প্রণেতা।

কনিয়াজী ক্রীমস্তুকেশী

কনিয়া—'ম্যানেকার' ক্রীমস্তু ঔষধমালা।

নব আনন্দ চট্টাচার্য লেন

বাগবাতির কলিকাতা।

হিন্দু পরিবার আর্থিক পুঞ্জ।

HINDU FAMILY ANNUITY FUND.

No. 1, Mizapore Street, Calcutta

ESTABLISHED A. D. 1872,

For Hindus either by Nationality Bengali or Domiciled in Bengal proper

ACCUMULATED CAPITAL Rs. 10,00,000,

Maximum pension for a single Relative Rs. 30. Do. Do. for two or more Relatives Rs. 80 per month.

ADVANTAGES.

1. Directors (including the Secretary) are elected annually by the subscribers.
2. All receipts are deposited with the Government of India and funds are held in Government Paper.
3. Subscriptions are received at all Government Treasuries and those of Govt. servants & Pensioners, can be deducted, from their salaries and pensions.
4. Subscribers of five years' standing and over are entitled to partial refund in the event of the death of their nominee.
5. Remission to the extent of one half of their annual subscription is granted to all subscribers on completion of their 25th year of payment.
6. Subscribers over ten years' standing are entitled to special benefits.

TABLE OF RATES.

40	30	15	Rs. 1s. P.	Age of Subscribers.
34	24	12		Age of wife or widowed relative
2	1	1		Monthly subscription for a
3	10	6		pension of Rs 5 per month.
0	0	0		

No person above the age of 50 is eligible.

For rates for children, parents and other relatives see the table attached to the Rules of the fund, For other informations and terms for application please apply to:—

Fran Kissen Bose,

SECRETARY.

বিজ্ঞাপন

কলিকাতার উদ্ভেদ বৈদ্যক-সংস্থের বৈদ্য-বিজ্ঞানী পণ্ডিত কর্তৃক। "সুশ্রী" নামক সুখ্যাত চিকিৎসক-বিদ্যা বহু বর্ষের অভিজ্ঞতায় কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল স্কুলে পড়ান হইয়াছে। ইহা বলা যাইতে পারে যে অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যা ও আলাপ করা যায়। বাস্তব নির্মাণ সাহায্যের ব্যবহার, নিম্নলিখিত চিকিৎসক-সাংকেত ও নির্দিষ্ট কিং প্রদান করিলে উহা অত্যন্ত সহজ হইবে—যেহা বার, যিহেব বিবরণ পত্রদ্বারা জানিতে হইবে;—বিক্রয়ার্থ প্রেরণা আছে।

ক্রীটিকাল হাঙ্গ,

১৮নং গোদাবারী লেন, কলিকাতা

কিটিংস পাউডার

ছারপোকা ও বাবতীর কীট নাশ করিতে অদ্বিতীয় বস্তু।

মাছ বা অন্ত অন্তর পক্ষে অনিষ্টকারক নহে, ভয়ঙ্কর নাই। ছারপোকা পরিপূর্ণ বিধান ১৫ মিনিটের মধ্যে অংশদ্বারা পরিণত হয়। এতদ্বারা ইহা গরম কাপড়ের কীট, সাহেব পোকা, আরগোলা, মগা, মাছি, উইপোকা, ছেলেদের মাথার উকুন নষ্ট করে। বিলাতের রসায়নতত্ত্ববিৎ প্রাক্তর টমা, কিটিং সাহেবের প্রস্তুত। সমস্ত কোটার ডাং। প্রাক্তরিত আছে যেখান পাইবেন মূল্য বড় কোটা ১৫০ আনা, মাঝারি কোটা ১০০ আনা, ছোট ৫০ আনা, তিন, পি. বতর, ডব্লিউ. স্পেন্সার-একটন—মে. সি. এলি, দী, এক কো., বাতী ওয়থ প্রকৃতি আমদানীকারক ও ডেলারের অর্ডার সাপ্লাইস ৫২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, ব্রহ্মচরী, কলিকাতা।

জন্মভূমি।

দায়িক সমালোচিকা পত্রিকা। ডিহাই ৮ পেজী ৫ কর্ম। বার্ষিক মূল্য (বার ডাং ১২) ১০ পেন্সিওন নাই। বন্ধের অনেকগুলি স্থলীয় ও স্থানীয় ইহাতে নিম্নলিখিত লিখিত থাকেন। প্রতিবারে অনেকগুলি গল্প-গল্প সুখ্যাতি এবং থাকে ছাপা ও কাগজ উত্তম। অতীত এই বৎসর আবেদন-সম্মিলিত জন্মভূমি-সম্মিলিত পরম-সম্মিলিত দিনে এই বৎসরকে "জন্মভূমি" বাঙ্গালী "বীর" হইবে হইবে পৃথক বৈদ্য বাঙ্গালী।

জন্মভূমি-সম্মিলিত।

জন্মভূমি-সম্মিলিত

কলিকাতা জন্মভূমি-সম্মিলিত।

"জন্মভূমি-সম্মিলিত"

বিত্ততাপন ।

শুলভ মূল্য ! বেঙ্গল সিন্ধু ফোর্শ ! স্বদেশী জব্য !

মটকার ধুতি ৫ সাড়ী, ৫০ হইতে ২ ; চাদর, মোড়া ২২—২৪ ;
টুইল চাদর, মোড়া ২২—২৬ ; কোট ও প্যাণ্টের খাম (প্রায় ৫০ ইঞ্চি)
প্রতিপদ ২০ হইতে ৩০ ।

পায়দেয় ধুতি ৫ হইতে ৫ ; সাড়ী (তাজ, আলম প্রভৃতি) ১২—১৮ ;
উড়ানি ৩—১০ । টুইল চাদর ২—১২, হানি কোম্ব (Honey Comb)
চাদর, ১০—১২০ ; গাউনপিগ খাম (১০ গজ X ৪০ ইঞ্চি) ১৪—২৫ ; কদলি
প্রতি ডজন ৪—৫ । বিবাহের মোড় ও চেলি, ৮—১৬ ; সুর্শিবাধি বালাপোক
৪ হইতে ৫০ ৬০ পয়সা । এই সকল জব্য ভিঃ পিঃতে পাঠাই । অপছন্দে বদলাইয়া
দিই । / একজন প্রতিকট পাঠাইল কাটলগ পাঠাই ।

ক্রিয়াজিত কুমার দাস । সিন্ধু সার্ভিসে,
চক্, ইসলামপুর পোঃ ; (সুর্শিবাধি)

TO LET.

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

জী পুস্তকের রচয়িতা ও প্রকাশক স্যার সত্যজিৎ বসু ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের পুস্তক
করণকর্ম এবং পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশক । মূল্য ১০ বটিকার কোটা ১০ এক টাকা মাত্র ।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানার আপনার নাম ধান পাঠাইবেন তাঁহাকে কলিকাতা
পুলিশ কোর্টের মোকদ্দমা হইতে নির্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক মালিয়া পরিগণিত—

কামশাস্ত্র—

প্রায় ৬৬০০ টি উপযোগী পুস্তক বিনা মূল্যে ও ভাণ্ডার মালিকের পাঠান বইবে
কবিবর জীবনবিধান পোখিতলা শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয় ।

২১৩ নং বহুবাণী স্ট্রীট । কলিকাতা ।

